BAIO - LEARN TOGETHER

BENGALI MASTERBOOK

UGC NET & WB SET

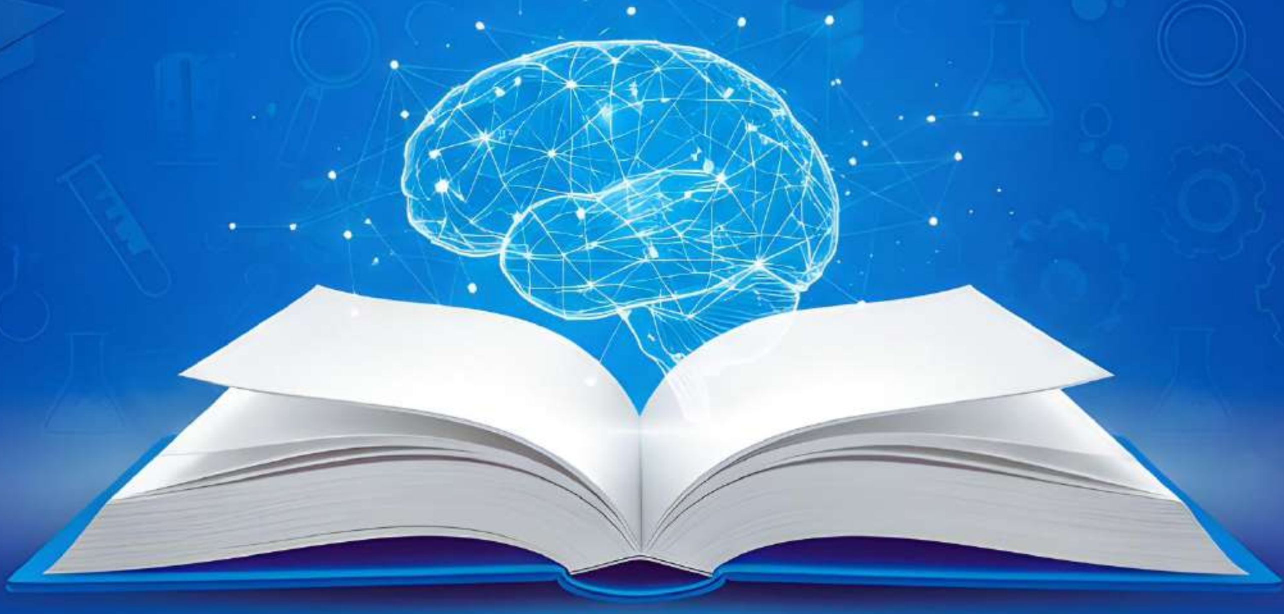

PART-1 Unit I: ভাষাতত্ত্ব | Unit IV: নকশা ও উপন্যাস Unit VI: নাটক ও প্রহসন | Unit X: ভারতীয় ও পাশ্চাত্য কাব্যতত্ত্ব

বৈশিষ্ট্য - ১
পূর্ণাঙ্গ নোট
প্রতিটি টপিকের ওপর গভীর ও বিস্তারিত আলোচনা

বৈশিষ্ট্য - ২
স্মার্ট প্রেজেন্টেশন
জটিল তথ্যকে সহজভাবে মনে রাখার জন্য চার্ট ও পয়েন্টের মাধ্যমে উপস্থাপন।

বৈশিষ্ট্য - ৩
সঠিক সারসংক্ষেপ
প্রতিটি টপিকের পরিচ্ছেদ, দৃশ্য ও অঙ্ক অনুযায়ী দ্রুত রিভিশনের জন্য বিশেষ সামারি।

বৈশিষ্ট্য - ৪
মেমোরি টেকনিক
তথ্য দীর্ঘস্থায়ী করতে গ্রাফ, চার্ট এবং লজিক্যাল পয়েন্ট-ভিত্তিক আলোচনা।

বৈশিষ্ট্য - ৫
PYQ অ্যানালাইসিস
বিগত বছরের প্রশ্নপত্রের গভীর ব্যবচ্ছেদ এবং সমাধানের সঠিক কৌশল।

বৈশিষ্ট্য - ৬
ট্রেন্ডিং প্রশ্ন
বর্তমান পরীক্ষার ধারা অনুযায়ী সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সম্ভাব্য প্রশ্নের সংকলন।

বৈশিষ্ট্য - ৭
Mistake Analysis
ছাত্রছাত্রীরা সাধারণত যেসব ভুল করে, তা এড়াতে প্রতিটি টপিক শেষে বিশেষ সতর্কবার্তা।

বৈশিষ্ট্য - ৮
ইউনিট ডেটা চার্ট
প্রতিটি ইউনিট থেকে বারবার আসা কমন তথ্যগুলোর একটি বিশেষ সংকলিত চার্ট।

UGC NET BENGALI MASTERBOOK by BAIO (PART-1)

[UNIT - 1 বাংলা ভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ Unit - IV নকশা ও উপন্যাস
Unit - VI নাটক ও প্রহসন Unit: X ভারতীয় ও পাশ্চাত্য কাব্যতত্ত্ব]

সম্পাদনা: BAIO Learn Together

ISBN: 978-81-995175-9-2

কপিরাইট: © BAIO Learn Together, 2026

প্রথম সংস্করণ: ফেব্রুয়ারি ২০২৬, **দ্বিতীয় সংস্করণ**: মার্চ ২০২৬, **তৃতীয় সংস্করণ**: এপ্রিল ২০২৬, **চতুর্থ সংস্করণ**: সেপ্টেম্বর ২০২৬

প্রকাশনা বিবরণ:

প্রকাশক: BAIO PUBLICATION

বর্ণ সংস্থাপনা ও মুদ্রণ: BAIO

প্রচ্ছদ নকশা: BAIO

বিঃদ্রঃ

এই বইটি UGC NET/WB SET পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে। বইটির কোনো অংশই অনুমতি ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে শেয়ার, স্ক্যান, ফটোকপি বা ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রকাশ করা যাবে না। ভারতীয় **Copyright Act, 1957** এবং **সাইবার ক্রাইম আইন** অনুযায়ী, বইটির অবৈধ ব্যবহারের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

℗ All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise) without the prior written permission of the copyright holder.

যোগাযোগ:

BAIO Learn Together

অ্যাপ: BAIO Learn Together

ফোন: +91 912366 9664

ইমেইল: bengaliallinone@gmail.com

ওয়েবসাইট: www.bengaliallinone.com

℗ সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

এই প্রকাশনার কোনো অংশই প্রকাশক ও কপিরাইট ধারকের পূর্বানুমতি ছাড়া পুনরুৎপাদন, সংরক্ষণ বা কোনো মাধ্যমে প্রেরণ করা যাবে না।

ISBN: 978-81-995175-9-2

9 788199 517592

ভাষার ভিত্তি ও আখ্যানের বিস্তার
(ইউনিট: I, IV, VI, X)

"সাহিত্যের অন্দরমহলে প্রবেশ করতে গেলে যেমন তার ভাষাকে
চিনতে হয়, তেমনই বুঝতে হয় তার অলিখিত দর্শনকে।"

প্রিয় পরীক্ষার্থী,

UGC NET/SET বাংলা সাহিত্যের মতো বিশাল সিলেবাসের সমুদ্রে পাড়ি দেওয়ার যাত্রায় আপনাকে স্বাগত। 'BAIO - Learn Together'-এর পক্ষ থেকে উপস্থাপিত 'UGC NET BENGALI MASTERBOOK' সিরিজের পূর্ণাঙ্গ স্টাডি গাইডের প্রথম খণ্ডটি— 'ভাষার গঠন ও গল্পের বাঁধন'—আপনার প্রস্তুতির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে চলেছে।

এখানে রয়েছে **ভাষাতত্ত্ব (Unit I)** এবং **কাব্যতত্ত্ব (Unit X)**-এর মতো দুটি 'মগজ-ধোলাই' করা কঠিন বিষয়। আমরা জানি, ধ্বনিপরিবর্তনের সূত্র বা অ্যারিস্টটলের কাব্যতত্ত্ব অনেক সময় পাহাড়ের মতো দুর্লঙ্ঘ্য মনে হয়। তাই এই খণ্ডটিতে আমরা ব্যবহার করেছি **'স্মার্ট উপস্থাপনা'** ও **'মেমোরি টেকনিক'**, যা জটিল তথ্যকে জলভাতের মতো সহজ করে তুলবে। আর এই তাত্ত্বিক পড়ার ক্লান্তি দূর করতে আপনার সাথী হবে **উপন্যাস (Unit IV)** এবং **নাটক (Unit VI)**-এর রঙিন জগত।

এই খণ্ডের বিশেষ আকর্ষণ:

- 📝 **নিখুঁত সারসংক্ষেপ:** বিশাল উপন্যাসের প্রতিটি পরিচ্ছেদ আর নাটকের প্রতিটি অঙ্ক এমনভাবে ছোট করে আনা হয়েছে যাতে পরীক্ষার আগের দিন এক নজরে সব মনে পড়ে যায়।
- ⚠ **Mistake Analysis:** কাব্যতত্ত্বের তাত্ত্বিক মারপ্যাঁচে ছাত্রছাত্রীরা সাধারণত যেখানে হোঁচট খায়, সেখানে আমরা দিয়েছি বিশেষ সতর্কবার্তা।
- 📊 **ইউনিট ডেটা চার্ট:** উপন্যাসের অগুন্তি চরিত্র আর নাটকের সাল-তারিখ মনে রাখার জন্য দেওয়া হয়েছে বিশেষ সংকলিত চার্ট।

ভাষাতত্ত্বের যুক্তি এবং কথাশিল্পের আবেগের এক সুষম মিশ্রণে তৈরি এই প্রথম খণ্ডটি আপনার আত্মবিশ্বাস বহুগুণ বাড়িয়ে তুলবে। প্রস্তুতির শুরুটা হোক মজবুত ও আনন্দদায়ক।

শুভকামনা,
টিম BAIO

'মাস্টারবুক' ব্যবহারের নির্দেশিকা (How to use this book)

এই বইটি কেবল তথ্য সংগ্রহের জন্য নয়, বরং প্রস্তুতির একটি সক্রিয় হাতিয়ার হিসেবে তৈরি করা হয়েছে।

- 📖 **সম্পূর্ণ সিলেবাস নোট:** প্রতিটি ইউনিট পড়ার সময় মূল টেক্সট এবং তথ্যের গভীর বিশ্লেষণ মনোযোগ দিয়ে পড়ুন.
- 💡 **স্মার্ট উপস্থাপনা:** জটিল ছক বা বিবর্তনগুলো বোঝার জন্য চার্ট ও পয়েন্টের ওপর জোর দিন.
- 📝 **নিখুঁত সারসংক্ষেপ:** বড় উপন্যাস বা নাটকের মূল কাহিনি মনে রাখতে প্রতিটি টপিক শেষে দেওয়া সামারিগুলো দেখুন.
- 🧠 **মেমোরি টেকনিক:** সাল-তারিখ এবং তালিকার জটিল তথ্য মনে রাখতে আমাদের দেওয়া লজিক্যাল পয়েন্টগুলো ব্যবহার করুন.
- ⚠ **Mistake Analysis:** প্রতিটি অধ্যায় শেষে দেওয়া 'সতর্কবার্তা' অংশটি ভাল করে পড়ুন, যাতে পরীক্ষায় সাধারণ ভুলগুলো এড়িয়ে চলা যায়।
- 📊 **ইউনিট ডেটা চার্ট:** পরীক্ষার আগের রাতে দ্রুত রিভিশনের জন্য প্রতিটি ইউনিটের শেষে দেওয়া সংকলিত চার্টগুলো ব্যবহার করুন।

Copyright © 2026 BAIO LEARN TOGETHER. All Rights Reserved.

সূচি

▧ খণ্ড ১: ভাষার গঠন ও আখ্যানের বিস্তার

Unit - I: বাংলা ভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

বিভাগ	আলোচ্য বিষয় (টপিক)	পৃষ্ঠা সংখ্যা	Preparation Tracker আপনার অগ্রগতির হিসাব রাখতে এই ছকটি ব্যবহার করুন					
			TEXT	NOTE	VIDEO	MOCK	PYQ	REVISION
আর্যভাষার স্তর	প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য	৫	☐	☐	☐	☐	☐	☐
ভাষার বিবর্তন	বাংলা ভাষার উদ্ভবের ইতিহাস	১৭	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক বাংলা ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বিবর্তন	২১	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	বাংলা ভাষার আঞ্চলিক উপভাষা	২৫	☐	☐	☐	☐	☐	☐
ধ্বনিতত্ত্ব	স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণিবিভাগ	৩৩	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	অক্ষরের গঠনপ্রকৃতি	৩৯	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	ধ্বনিপরিবর্তন	৪২	☐	☐	☐	☐	☐	☐
রূপতত্ত্ব	সন্ধি	৫১	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	সমাস	৬২	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	প্রত্যয়	৭১	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	বিভক্তি	৭৭	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	লিঙ্গ	৮৩	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	বচন	৮৮	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	পদপরিচয়	৯১	☐	☐	☐	☐	☐	☐
শব্দতত্ত্ব	বাংলা শব্দভান্ডার	১০০	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	শব্দার্থ পরিবর্তনের ধারা	১১১	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Unit - IV: নকশা ও উপন্যাস

লেখক	টপিক / টেক্সট	পৃষ্ঠা সংখ্যা	Preparation Tracker					
			TEXT	NOTE	VIDEO	MOCK	PYQ	REVISION
কালীপ্রসন্ন সিংহ	হুতোম প্যাঁচার নকশা	১১৪	☐	☐	☐	☐	☐	☐
বঙ্কিমচন্দ্র	বিষবৃক্ষ	১২৯	☐	☐	☐	☐	☐	☐
শরৎচন্দ্র	শ্রীকান্ত (১ম পর্ব)	১৪১	☐	☐	☐	☐	☐	☐
বিভূতিভূষণ	পথের পাঁচালী	১৫০	☐	☐	☐	☐	☐	☐
মানিক বন্দ্যো.	পুতুলনাচের ইতিকথা	১৭১	☐	☐	☐	☐	☐	☐
তারাশঙ্কর	রাধা	১৮২	☐	☐	☐	☐	☐	☐
সতীনাথ ভাদুড়ী	ঢোঁড়াই চরিত মানস	১৯৭	☐	☐	☐	☐	☐	☐
শরদিন্দু	তুঙ্গভদ্রার তীরে	২১১	☐	☐	☐	☐	☐	☐
অদ্বৈত মল্লবর্মণ	তিতাস একটি নদীর নাম	২২৬	☐	☐	☐	☐	☐	☐
আশাপূর্ণা দেবী	প্রথম প্রতিশ্রুতি	২৪১	☐	☐	☐	☐	☐	☐
অমিয়ভূষণ	নির্বাস	২৫৫	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Unit - VI: নাটক ও প্রহসন

লেখক	টপিক / টেক্সট	পৃষ্ঠা সংখ্যা	Preparation Tracker					
			TEXT	NOTE	VIDEO	MOCK	PYQ	REVISION
মধুসূদন দত্ত	একেই কি বলে সভ্যতা	২৬৩	☐	☐	☐	☐	☐	☐
মীর মশাররফ	জমিদারদর্পণ	২৭১	☐	☐	☐	☐	☐	☐
গিরিশচন্দ্র ঘোষ	জনা	২৭৯	☐	☐	☐	☐	☐	☐
ডি. এল. রায়	সাহাজান	২৯০	☐	☐	☐	☐	☐	☐
বিজন ভট্টাচার্য	নবান্ন	৩০৪	☐	☐	☐	☐	☐	☐

বুদ্ধদেব বসু	প্রথম পার্থ	৩১৩	☐	☐	☐	☐	☐	☐
শম্ভু মিত্র	চাঁদ বণিকের পালা	৩১৮	☐	☐	☐	☐	☐	☐
উৎপল দত্ত	টিনের তলোয়ার	৩৩০	☐	☐	☐	☐	☐	☐
বাদল সরকার	বাকি ইতিহাস	৩৪৩	☐	☐	☐	☐	☐	☐
মোহিত চট্টো.	সিংহাসনের ক্ষয়রোগ	৩৫২	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Unit - X: ভারতীয় ও পাশ্চাত্য কাব্যতত্ত্ব

উপ-বিভাগ	টপিক / তত্ত্ব	পৃষ্ঠা সংখ্যা	Preparation Tracker					
			TEXT	NOTE	VIDEO	MOCK	PYQ	REVISION
ভারতীয় তত্ত্ব	প্রথমিক ধারণা	৩৫৮	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	অলঙ্কারবাদ	৩৭১	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	রীতিবাদ	৩৮০	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	বক্রোক্তিবাদ	৩৮৫	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	ঔচিত্যবাদ	৩৯১	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	ধ্বনিবাদ	৩৯৬	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	রসবাদ	৪০২	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	চিত্রকাব্য	৪১১	☐	☐	☐	☐	☐	☐
উজ্জ্বলনীলমণি	নায়কভেদে প্রকরণ	৪১৪	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	হরিপ্রিয়া প্রকরণ	৪১৯	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	নায়িকাভেদ	৪২২	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	শৃঙ্গারভেদ প্রকরণ	৪২৭	☐	☐	☐	☐	☐	☐
পাশ্চাত্য তত্ত্ব	অ্যারিস্টটল - পোয়েটিক্স	৪৩৩	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Presented by **BAIO – LEARN TOGETHER**

Copyright © 2026 BAIO LEARN TOGETHER. All Rights Reserved.

BAIO

Learn Togedher

শিক্ষা
চিন্তা
অভ্যাস
আগামীর
জন্য

UGC NET & WB SET

Bengali Literature

Unit - 1

বাংলা ভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

KNOWLEDGE
BUILDS
BETTER
TOMORROWS

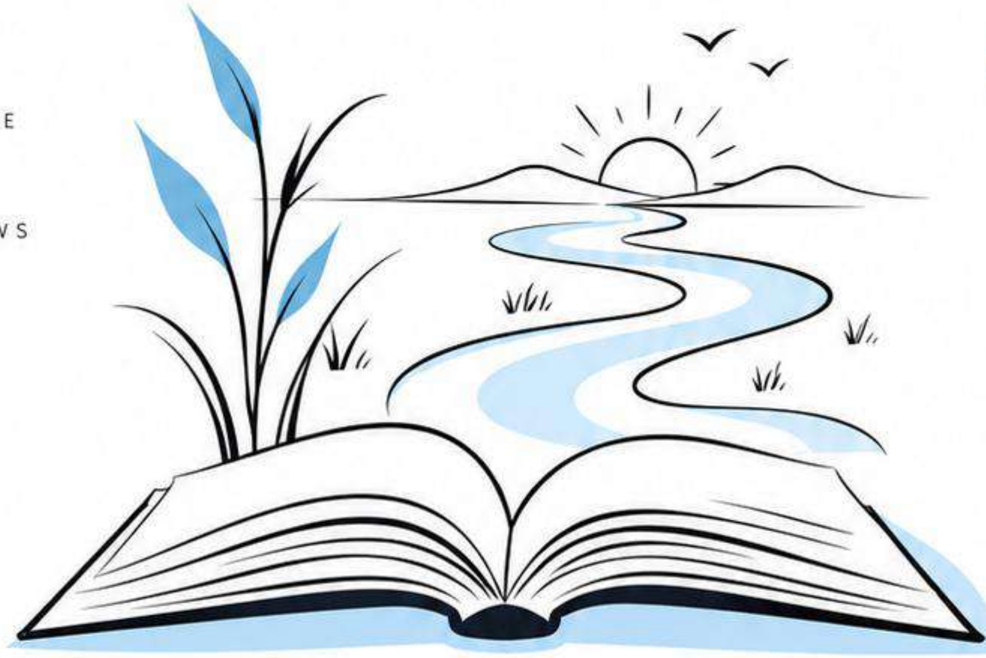

"ভাষা
আমাদের
পরিচয়ের
মূল শিকড়"

by BAIO - Learn Together

UNIT – 1 বাংলা ভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

ভারতীয় আর্যভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

যুগ	কালগত সীমা	যুগগত নাম	নিদর্শন
(১) প্রাচীন ভারতীয় আর্য (Old Indo- Aryan-OIA)	আঃ ১৫০০ খ্রীঃপূঃ থেকে ৬০০ খ্রীঃপূঃ পর্যন্ত	বৈদিক ভাষা বা বৈদিক সংস্কৃত ভাষা।	বেদ, মূলত কাদের সংহিতা (মন্ত) অংশ।
(২) মধ্য ভারতীয় (Middle Indo-Aryan=MIA)	আঃ ৬০০ খ্রীঃপূঃ থেকে ১০০ খ্রীঃ পর্যন্ত	প্রাকৃতভাষা, পালি ভাষা। ক্লাসিক্যাল বা লৌকিক সংস্কৃত ভাষা।	অশোকের শিলা- লিপি,সংস্কৃত নাটকে নারী ও নিম্নশ্রেণির পুরুষ চরিত্রের সংলাপ, প্রাতে ও পালি ভাষা রচিত যথাক্রমে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ, প্রাকৃতে রচিত মহাকাব্যাদি সাহিত্য- গ্রন্থ ইত্যাদি, কালিদাস প্রমুখ সাহিত্যিকদের সংস্কৃত কাব্য- নাটকাদি
(৩) নব্য ভারতীয় আর্য (New Indo-Aryan=NIA)	আঃ ৯০০ খ্রীঃ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত	বাংলা, হিন্দী, অবধী, মারাঠী, পাঞ্জাবী ইত্যাদি	আধুনিক ভারতীয় আর্যদের মুখের ভাষা ও সাহিত্য

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা

ব্যাপ্তিকাল: ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত প্রায় ৯০০ বছর।
প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার মূল নিদর্শন: হিন্দুদের প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ বেদ।

১) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য:

I.	ঋ, ঋৃ, ৯, এ, ঐ সহ সমস্ত স্বরধ্বনি এবং শ্, ষ্, স্ সহ সমস্ত ব্যঞ্জনধ্বনিই প্রচলিত ছিল, যা বেদের পরবর্তী যুগে পরিবর্তিত হয়েছে বা লোপ পেয়েছে, কিন্তু বৈদিকভাষায় ঐ সমস্ত স্বরধ্বনি এবং সমস্ত ব্যঞ্জনধ্বনিই প্রচলন ছিল।	
I.	স্বরাঘাতের স্থান-পরিবর্তনের ফলে শব্দের অন্তর্গত স্বরধ্বনির বিশেষ ক্রম অনুসারে গুণগত পরিবর্তন হত। স্বরধ্বনির এই পরিবর্তনের তিনটি ক্রম ছিল- গুণ, বৃদ্ধি এবং সম্প্রসারণ।	যেমন - 'স্বপ্' ধাতু থেকে জাত 'স্বপ্ন' শব্দে 'অ' স্বরধ্বনিটি অবিকৃত আছে, একে গুণ বলা হয়। 'স্বপ' ধাতু থেকে জাত 'স্বাপ' শব্দে 'অ' স্বরধ্বনি দীর্ঘ হয়ে 'আ' হয়েছে, একে বৃদ্ধি বলা হয়। আবার 'স্বপ্' ধাতু থেকে জাত 'সুপ্ত' শব্দে 'স্বপ্ ধাতুর 'অ' ধ্বনিটি লোপ পেয়েছে এবং তার ফলে 'ব' ধ্বনিটি পরিবর্তিত হয়ে 'সুপ্ত' শব্দে 'উ ধ্বনি হয়ে গেছে, একে সম্প্রসারণ বলে
I.	সন্নিহিত দুটি ধ্বনির মধ্যে যেখানে সন্ধি সম্ভব, সেখানে সন্ধি প্রায় সর্বক্ষেত্রেই অপরিহার্য ছিল।	
/.	বৈদিক ভাষায় শব্দের অন্তর্গত বিশেষ ধ্বনির উপরে স্বরতন্ত্রীর কম্পনজাত সুরের তীব্রতা বাড়িয়ে জোর দেবার রীতি প্রচলিত ছিল। একে স্বরাঘাত বলা হত। বৈদিকে স্বর তিনপ্রকার ছিল উদাত্ত, অনুদাত্ত এবং স্বরিত। একই শব্দে একটি অক্ষর থেকে অন্য অক্ষরে স্বরাঘাতের স্থান পরিবর্তনের ফলে শব্দের অর্থই পরিবর্তিত হয়ে যেত।	যেমন- অপস্ = কার্য (বিশেষ্য), অর্পস্= সক্রিয় (বিশেষণ), রার্জপুত্র = রাজা যার পুত্র (অর্থাৎ রাজার পিতাকে বোঝাচ্ছে) বহুব্রীহি সমাস, রাজপুত্র = রাজার পুত্র (পুত্রকে বোঝাচ্ছে) ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস।
/.	বিবিধ যুক্ত ব্যঞ্জনের ব্যবহার: বিভিন্ন যুক্তব্যঞ্জনের স্বচ্ছন্দ ব্যবহার প্রচলিত ছিল।	যেমন- ক্র, ক্লু, ক্ত, কৃ, ক্ষ্ম, র্ম, দ্ধ, র্দ্ধ, ষ্ট্র, ৎস্ন ইত্যাদি।

২) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য:

I.	**বচন**: মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার তিনটি বচন (একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন) OIA-তে প্রচলিত ছিল। বচনভেদে ধাতুরূপ ও শব্দরূপের পার্থক্য হত।	
I.	**কারক**: মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার মত OIA-তেও ৮টি কারক ছিল। - কর্তৃকারক, কর্মকারক, করণকারক, সম্প্রদানকারক, অপাদানকারক, সম্বন্ধপদ, অধিকরণকারক এবং সম্বোধনপদ ছিল। লক্ষ্যণীয় যে, সংস্কৃতে সম্বন্ধপদ ও সম্বোধন পদকে কারকের মধ্যে ধরা হয়নি, কারণ এই দুটির সঙ্গে বাক্যের ক্রিয়ার সোজাসুজি সম্পর্ক ছিল না।	
I.	প্রাচীন ভারতীয় বিভিন্ন আর্যে বিভিন্ন কারকে পৃথক বিভক্তি চিহ্ন ছিল। মূল শব্দের অন্ত্যধ্বনি পৃথক হলেও শব্দরূপ পৃথক হত।	
/.	**লিঙ্গ**: মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার মত OIA-তে তিন প্রকার লিঙ্গ ছিল – পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ এবং ক্লীবলিঙ্গ। এই লিঙ্গভেদ প্রকৃতি নির্দিষ্ট লিঙ্গভেদ বা শব্দের অর্থানুসারে ছিল না।	যেমন- 'লতা' শব্দ। প্রকৃতি অনুসারে ক্লীব লিঙ্গ কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় আর্য সংস্কৃতে এটি স্ত্রী লিঙ্গবাচক শব্দ বলে ব্যাকরণে নির্দিষ্ট ছিল। লিঙ্গভেদ অনুসারে শব্দরূপ পৃথক হত, কিন্তু ক্রিয়ারূপ পৃথক হত না।

Copyright © 2026 BAIO LEARN TOGETHER. All Rights Reserved.

VI.	র্য, স্ন, ষ্ট স্বরভক্তির ফলে রিঅ, সিন্, সট্ হয়েছে।	যেমন—কার্য > কারিঅ, কষ্ট > কসট, স্নেহ > সনেহো।
VII.	পৈশাচী প্রাকৃতে দন্তীভবনের প্রয়াস দেখা যায়। 'ণ' 'ন'-তে পরিণত হয়।	যেমন- গুণেন > গুনেন। প্রদেশ > পতেস। বিষম > বিসম।
VIII.	'ত' অপরিবর্তিত আছে, কিন্তু 'দ' পরিবর্তিত হয়ে 'ত' হয়েছে।	যেমন- তরুণী > তলুনী, প্রদেশ > পতেস।
IX.	সংযুক্ত ব্যঞ্জনের মধ্যে 'জ্ঞ', 'ন্য', 'ণ্য' তিনটিই পরিবর্তিত হয়ে 'ঞ্ঞ' হয়েছে।	যেমন- রাজ্ঞঃ> রঞ্ঞো, পুণ্য>পুঞ্ঞ।

মধ্যভারতীয় আর্যভাষার তৃতীয় স্তর

অপভ্রংশ

অপভ্রংশ প্রাকৃতের নিদর্শন: বিক্রমোবর্শীয়ম্ নাটকের ৪র্থ অঙ্কের কিছু গানে, ধনপালের ভবিসয়ত্তকহা(ভবিষ্যদত্তকথা)

১) ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য:

I.	শব্দের স্বরধ্বনির যথেচ্ছ পরিবর্তন অপভ্রংশের ধ্বনিগত গঠনের শৈথিল্য প্রকাশ করে।	যেমন—জনঃ > জণো, জণু, জণ।
II.	স্বরমধ্যবর্তী 'ম' লোপ পেয়েছে এবং তার পরবর্তী বা পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির নাসিক্যীভবন হয়েছে। অনুনাসিক ব্যঞ্জনের লোপ ছাড়া অ, ই, উ ধ্বনির স্বতোনাসিক্যীভবনও অপভ্রংশে দেখা যায়।	যেমন- কুমার > কু'বার [কুওয়াঁর], গ্রাম > গাঁব [গাঁও]।

(২) রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য:

I.	অপভ্রংশে 'ঈ' যোগে স্ত্রীলিঙ্গের শব্দ গঠিত হত। * প্রাচীন ভারতীয় আর্যে 'আ' ছিল সাধারণত স্ত্রীলিঙ্গের প্রত্যয়। কিন্তু অপভ্রংশে আ-প্রত্যয়টি বরং পুংলিঙ্গেই বহু ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে থাকে। ব্যঞ্জনের লোপের ফলে ব্যঞ্জনান্ত শব্দ স্বরান্ত হয়ে গিয়েছিল আগেই। ফলে শব্দরূপে বৈচিত্র্য অনেক কমে গেল।	যেমন—পুষ্ট > পুট্ঠ > স্ত্রীঃ পুট্ঠী।
II.	অপভ্রংশে বিসর্গযুক্ত 'অ'- বিভক্তিটি প্রাচীন ভারতীয় আর্যের মতো 'ও'-কার বা 'এ'-কারে পরিণত হয়েছিল। অপভ্রংশে সেই বিধান তো ছিলই, তা ছাড়াও কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার বদলে 'অ'-কার বা 'উ'-কারের ব্যবহার চালু হল। এই প্রয়োগ এত ব্যাপক হয়েছিল যে ক্লীবলিঙ্গেও প্রথমার একবচনে 'অম্'-এর বদলে 'অ'-কার বা 'উ'-কারের ব্যবহার দেখা যায়।	
III.	প্রাচীন ভারতীয় আর্যে পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গে করণ কারকের একবচনের বিভক্তি ছিল 'এন'। অপভ্রংশে তার নানাবিধ পরিবর্তিত রূপ (-এণ, -এণং, ইণ, -ইণং) ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।	যেমন-তেণ, তেণং, তিণ, তিণং।
IV.	অপাদান কারকে 'হে' ও 'হুং' দু'টি বিভক্তিই একবচন ও বহুবচনে ব্যবহৃত হত। '-আহু' বিভক্তিটি অবশ্য শুধু একবচনে ব্যবহৃত হত।	যেমন - বৃক্ষাৎ, বৃক্ষেভ্যঃ > রুচ্ছহে, রুচ্ছহুং। যেমন- বৃক্ষাৎ > রুচ্ছাহু।
V.	সম্বন্ধের একবচনের বিভক্তিও একাধিক—'হ', 'হে', 'হো', 'সু'।	যেমন- বৃক্ষস্য > রুচ্ছহ, রুচ্ছহে, রুচ্ছহো, রুচ্ছসু।
VI.	অধিকরণের বিভক্তি ছিল 'হি', 'হিং'।	যেমন বৃক্ষস্মিন্ > রুচ্ছহিং।
VII.	স্ত্রীলিঙ্গে করণ, অপাদান, অধিকরণ ও সম্বন্ধপদের বিভক্তি ছিল '-হে' আর 'হেং'।	যেমন—খট্টাহে, রইহেং।
VIII.	সম্বোধনের বহুবচনের বিভক্তি হল 'হো'।	যেমন—মহিলাহো।
IX.	সর্বনাম পদগুলি অপভ্রংশেই প্রচলিত হয়েছিল।	আহ্মার(আম্ভার), তুহ্মার (তুম্ভার) প্রভৃতি।
X.	শতৃ-প্রত্যায়ান্ত পদ তিনটি কালে ব্যবহৃত হত দেখা যায়।	
XI.	ল্যবর্থক অসমাপিকার প্রত্যয় ব্যাবহার হয়।	'-এপ্পি', '-প্পণ', '-এপ্পিণু' '-এবি', '-এবিণু'।

অবহট্ঠ

অবহট্ঠ প্রাকৃতের নিদর্শন: সরহের দোহাকোষ, প্রাকৃত পৈঙ্গল।

I.	পদের আদিতে ও মধ্যে অবস্থিত –'এ' পরিবর্তিত হয়েছে 'ই'-তে।	যেমন—ঐক্য > এক্ক > ইক্ক।
II.	পদের অন্তে অবস্থিত 'এ' এবং 'ও' যথাক্রমে 'ই' এবং 'উ'-তে পরিবর্তিত হয়েছে।	যেমন—ক্ষণে > খণে > খণি, জীবঃ > জীবো > জীও > জীউ, চরিতঃ > চরিতো > চরিও > চরিউ।
III.	পাশাপাশি অবস্থিত দুই স্বরধ্বনি প্রায়ই সঙ্কুচিত হয়ে এক হয়ে গেছে।	যেমন—অন্ধকার > অন্ধআর > আঁধার।
IV.	পদের অন্তে অবস্থিত 'ম' লোপ পেয়েছে এবং তার ফলে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি অনুনাসিক হয়েছে। কিন্তু পরবর্তী ব্যঞ্জনের সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ হয়ে লোপ পায় নি।	যেমন—তহিম্ > তহিঁ। কিম্ + পি > কিম্পি। যেমন—সম > সঁব।

	তবে দুই স্বরের মধ্যে অবস্থিত 'ম্' লোপ পেয়েছে এবং তাতে পূর্ববর্তী স্বর অনুনাসিক হয়েছে।	
V.	পদের অন্তে অ-কারের পরে অবস্থিত অনুস্বার অনেক সময় লোপ পেয়েছে, তাতে অনুস্বারের পূর্ববর্তী অ-কার কখনো কখনো অপরিবর্তিত থেকেছে, কখনো কখনো 'উ'-কারে পরিবর্তিত হয়ে গেছে।	যেমন—নরম্ > নরং > নর/নরু।
VI.	পদের অন্তে অ-কারের পরে অবস্থিত বিসর্গ লোপ পেয়েছে, তার পূর্ববর্তী অ-কার কখনো অপরিবর্তিত থেকেছে, কখনো উ-কারে পরিবর্তিত হয়ে গেছে।	যেমন—নরঃ > নর/নরু।
VII.	নতুন-নতুন সর্বনাম পদের প্রচলন হয়।	যেমন—যেহ, কেহ, এহ, অহ্ম, তুহ্ম ইত্যাদি।
VIII.	শব্দরূপে সরলীকরণের যে প্রবণতা মধ্য ভারতীয় আর্যে সূচিত হয়েছিল তা চলতেই থাকে। অবহট্‌ঠে শব্দরূপে স্ত্রীলিঙ্গের শব্দ ও পুংলিঙ্গের শব্দের মধ্যে রূপগত ব্যবধান কমে আসে এবং ক্লীবলিঙ্গের স্বতন্ত্র রূপও প্রায় লোপ পায়।	
IX.	সংস্কৃতের মতো বিশেষ্যের কারক-বিভক্তি অনুযায়ী বিশেষণের কারক- বিভক্তি হত না। বিশেষণ প্রায়ই বিভক্তিহীন ছিল।	
X.	মূল অপভ্রংশে তৎসম শব্দের ও সমাসবদ্ধ পদের ব্যবহার প্রায় ছিলই না।	
XI.	সংস্কৃতে স্ত্রীলিঙ্গের নানা প্রত্যয় ছিল, কিন্তু অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠে স্ত্রীলিঙ্গ বাচক একটিই প্রত্যয়ের ব্যবহার দেখা যায়। সেটা 'ঈ' বা 'ই' প্রত্যয়।	
XII.	বিশেষ্যের শব্দরূপে দ্বিবচন ছিলই না। একবচন ও বহুবচনের মধ্যে রূপগত পার্থক্য করণ কারক ছাড়া অন্য কোনো কারকে রক্ষিত হয়নি। সর্বনামের মধ্যে উত্তম পুরুষ ও মধ্যম পুরুষের ক্ষেত্রে একবচন ও বহুবচনের মধ্যে রূপগত পার্থক্য দেখা যায়।	
XIII.	বিভিন্ন কারকের বিভক্তিচিহ্ন লোপ পেতে থাকে এবং অনেক ক্ষেত্রে। একাধিক কারকের বিভক্তিচিহ্ন এক হয়ে যায়। ফলে একদিকে কর্তৃকারক ও কর্মকারকের রূপ এক হয়ে যায়, অন্যদিকে করণ ও অধিকরণ একরূপ লাভ করে।	
XIV.	বিভক্তি লোপ পাওয়ার ফলে বিভক্তির বদলে দু'একটি অনুসর্গের ব্যবহার সূচিত হয়।	যেমন—লই।
XV.	যুক্ত ক্রিয়ার ব্যবহার অবহট্‌ঠের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।	যেমন,'বিসাম করু' (= বিশ্রাম করো), 'ন করহু সেবা' (= সেবা করো না), 'বেঅণ করই' (= বেদনা করে অর্থাৎ ব্যথা লাগে)।
XVI.	ক্রিয়ারূপের নতুন বিভক্তি দেখা যায়।	যেমন—সামান্য বর্তমান কালের নির্দেশক ও অনুজ্ঞা ভাবের বিভক্তি হল—উত্তম পুরুষের একবচনে হুং, -মি; বহুবচনে মা; মধ্যম পুরুষের একবচনে ই, উ, -হি, বহুবচনে -হা; প্রথম পুরুষের একবচনে অই, ই, -অ; বহুবচনে –ন্তি, -হিঁ।
XVII.	অবহট্‌ঠে অনেক বিভক্তি লোপ পেল এবং বাক্যে বিভক্তিহীন পদের ব্যবহার প্রচলিত হল। ফলে বাক্যে পদবিন্যাসের সুনির্দিষ্ট নিয়ম গড়ে উঠতে থাকে। বাক্যের শেষে সমাপিকা ক্রিয়া, তার আগে কর্ম, কর্মের আগে কর্তা—এই মূল নিয়মটি তখনই অনুসৃত হতে দেখা যায়।	যেমন-'পণ্ডিঅ সকল সত্থ বকখানই' (অর্থাৎ, পণ্ডিত সকল শাস্ত্র ব্যাখ্যা করে)। কিন্তু কর্মটি যদি অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্ম হত তবে কর্মটি সেই অসমাপিকা ক্রিয়ার আগে বসত এবং অসমাপিকা ক্রিয়াটি বাক্যের মূল সমাপিকা ক্রিয়ার আগে বসত। যেমন— 'বেজ্জ দেখ্খি কি রোগ পলাই' (অর্থাৎ, বৈদ্য দেখে কি রোগ পালায় ?)
XVIII.	অপভ্রংশের স্তরে ছন্দের যে বৈচিত্র্য সূচিত হয়েছিল, সেই বৈচিত্র্য এ যুগেও লক্ষ্য করা যায়। দু-একটি ছন্দ ছাড়া সব ছন্দোরূপেই অন্ত্যানুপ্রাস ও সমমাত্রিক চরণ লক্ষণীয়।	

মধ্যভারতীয় আর্যভাষার বিভিন্ন শব্দের বিবর্তনের চার্ট

'মধ্যভারতীয় আর্যভাষার প্রথম স্তর'

মূল শব্দ (OIA/সংস্কৃত)	উত্তর-পশ্চিমা	দক্ষিণ-পশ্চিমা প্রাকৃত	প্রাচ্যা-মধ্যা	প্রাচ্যা	পালি
জনঃ	-	জনো	জনে	জনে (নিয়ম অনুযায়ী)	জনে
অস্তি	অস্তি (অপরিবর্তিত)	অস্তি	অত্থি	-	-
মোক্ষ	মোচ্ছ	-	মোক্‌খ / মোখ	-	-
কর্তব্য	কটবো (কর্তব্যঃ থেকে)	কতব্য	কটবিয়	-	-
অপত্য	অপতিয়ে	-	অপতিয়	-	-
করোতি	-	-	** কলেতি**	কলেতি	-
মৃগ	-	মগ	-	-	মগ

'মধ্যভারতীয় আর্যভাষার দ্বিতীয় স্তর'

মূল শব্দ (OIA/সংস্কৃত)	উত্তর-পশ্চিমা	মাহারাষ্ট্রী	শৌরসেনী প্রাকৃত	মাগধী প্রাকৃত	অর্ধমাগধী	পৈশাচী প্রাকৃত
সর্বস্মিন্	-	সবম্মি	সব্বম্‌হি	-	সবংসি	-
ইক্ষু	-	ইক্‌খু (উচ্ছুও)	ইক্‌খু	-	-	-
আত্মন্	-	অপ্পা	অত্তা	-	-	-
কৃণোতি / করোতি	-	কুণই	করোদি	-	কুণই	-
গম্যতে	-	গমিজ্জই	গমীঅদি	-	-	-

Copyright © 2026 BAIO LEARN TOGETHER. All Rights Reserved.

VI. নব্য ভারতীয় আর্যভাষায় একাধিক ধাতুর সংযোগে গঠিত যৌগিক কালের রূপ দেখা দিল। যেমন-বাংলা √কর + ইয়া (এ) + √আছ্ + এ = করেছে। (এখানে কর্ ও আছ্– দুটি ধাতু মিলে একটি ক্রিয়া গঠিত হয়েছে)।

আপডেটেড সংযোজন

১. বৈদিক সংস্কৃত ও ধ্রুপদী (লৌকিক) সংস্কৃতের মূল ব্যাকরণগত পার্থক্য:

- **স্বরাঘাত (Pitch Accent):** বৈদিক ভাষায় স্বরাঘাত ছিল সুরপ্রধান (Pitch Accent), যার তিনটি স্তর ছিল— উদাত্ত, অনুদাত্ত এবং স্বরিত। স্বরাঘাতের স্থান পরিবর্তনের ফলে শব্দার্থ ও কারকগত অর্থ বদলে যেত (যেমন: 'রক্ষস্' শব্দে আদিতে স্বরাঘাত হলে পুংলিঙ্গ 'রাক্ষস', কিন্তু অন্তে স্বরাঘাত হলে ক্লীবলিঙ্গ 'প্রার্থনা/রক্ষা')। লৌকিক সংস্কৃতে এই সুরপ্রধান স্বরাঘাত লুপ্ত হয়ে শ্বাসাঘাত (Stress Accent) চালু হয়।
- **ক্রিয়ার ভাব (Mood):** বৈদিক সংস্কৃতে ক্রিয়ার ভাব ছিল ৫টি— নির্দেশক (Indicative), অনুজ্ঞা (Imperative), সম্ভাবক/বিধি (Subjunctive/Optative), অভিপ্রায় (Let/Subjunctive) এবং নির্বন্ধ (Injunctive)। লৌকিক সংস্কৃতে অভিপ্রায় ও নির্বন্ধ ভাব দুটি বিলুপ্ত হয়।
- **সমাসের পরিধি:** বৈদিক ভাষায় সমাসবদ্ধ পদে শব্দের সংখ্যা প্রধানত দুটি শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত। লৌকিক সংস্কৃতে একের পর এক বহু পদ যুক্ত করে দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদ তৈরি করা যেত।
- **উপসর্গের স্থান:** বৈদিক ভাষায় উপসর্গগুলি স্বাধীনভাবে ধাতুর পূর্বে, মাঝে বা দূরে বসতে পারত (যেমন: 'আ দেবাঃ গন্')। লৌকিক সংস্কৃতে উপসর্গ ধাতুর ঠিক অব্যবহিত পূর্বে বসতে বাধ্য।

২. প্রাকৃত ও অবহট্ঠের বিশেষ ঐতিহাসিক ও শাস্ত্রীয় মর্যাদা:

- **অর্ধমাগধী প্রাকৃতের পরিচিতি:** প্রাকৃত-বৈয়াকরণরা অর্ধমাগধীকে **'আর্যপ্রাকৃত'** বা **'ঋষির প্রাকৃত'** নামে অভিহিত করেছেন। জৈন ধর্মগ্রন্থসমূহ (যেমন আগম সাহিত্য) এই অর্ধমাগধীতে রচিত হয়েছিল বলে ধর্মশাস্ত্রকাররা একে পবিত্র শাস্ত্রীয় মর্যাদা দিতেন।
- **পৈশাচী প্রাকৃত ও দরদীয় সম্পর্ক:** প্রাচীন বৈয়াকরণদের মতে পৈশাচী প্রাকৃত ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের প্রাকৃত বা দরদীয় উপভাষার সাথে সম্পর্কিত। গুণাঢ্যের বিখ্যাত গ্রন্থ 'বৃহৎকথা' (বড্ডকহা) এই পৈশাচী প্রাকৃতেই রচিত হয়েছিল।
- **বৌদ্ধ মিশ্র সংস্কৃত (Gatha Sanskrit):** মহাযান পন্থী বৌদ্ধদের গ্রন্থগুলোতে বিশুদ্ধ সংস্কৃত ও প্রাকৃতের মিশ্রণে এক প্রকার ভাষা ব্যবহৃত হতো, যাকে 'বৌদ্ধ মিশ্র সংস্কৃত' বা 'গাথা ভাষা' বলা হয়।

৩. প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার স্বরধ্বনি পরিবর্তন (গুণ, বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ):

- **অপ্রশ্রুতি (Ablaut / Vowel Gradation):** প্রাচীন ভারতীয় আর্যে স্বরাঘাতের ফলে মূল ধাতুর স্বরধ্বনির গুণগত পরিবর্তন হতো। এর ৩টি প্রধান ক্রম ছিল:
  1. **গুণ (First Gradation):** ই/ঈ > এ; উ/ঊ > ও; ঋ > অর্ (যেমন: নি/নী > নেতি/নেতা; শু/শ্রু > স্রোতা)।
  2. **বৃদ্ধি (Second Gradation):** অ > আ; ই/ঈ/এ > ঐ; উ/ঊ/ও > ঔ; ঋ > আর্ (যেমন: শু/শ্রু > শ্রৌত, শ্রাবণ; কৃ > কার)।
  3. **সম্প্রসারণ (Weak Form / Vocalisation):** ধাতুর অন্তর্গত অর্ধস্বর (য, ব, র) স্বরধ্বনিতে (ই, উ, ঋ) পরিণত হওয়া (যেমন: যজ্ > ইষ্ট; স্বপ্ > সুপ্ত; গ্রহ্ > গৃহীত)।

PYQ INSIGHT

প্রাচীন, মধ্য ও নব্য ভারতীয় আর্যভাষা: বিগত বছরের প্রশ্ন বিশ্লেষণ ও ট্রেন্ড অ্যানালিসিস (Trend Analysis)

UGC NET এবং WB SET পরীক্ষার প্রশ্নপত্র (২০১৯-২০২৬) বিশ্লেষণ করলে এই টপিক থেকে প্রশ্ন আসার প্রধান ধারাবিন্যাস নিচে স্পষ্ট করা হলো:

১. প্রশ্ন গঠনের প্রধান চার ধরন (Question Patterns):

- **বিবৃতি ও শুদ্ধ-অশুদ্ধ নির্বাচন (Statement & Multiple Correct Options):** ৩ থেকে ৫টি ব্যাকরণগত বিবৃতি দিয়ে কোনটি সঠিক বা ভুল তা নির্বাচন করতে দেওয়া হচ্ছে। যেমন: বৈদিক সংস্কৃতির সমাস, পালি-প্রাকৃতের ধ্বনি পরিবর্তন বা অর্ধমাগধীর বৈশিষ্ট্যভিত্তিক প্রশ্ন।
- **দুই তালিকার সামঞ্জস্য বিধান (Matching Column I & II):**
  - প্রাকৃতের আঞ্চলিক রূপ বনাম শিলালিপি (যেমন: দক্ষিণ-পশ্চিমা = গীর্নার; উত্তর-পশ্চিমা = শাহবাজগঢ়ী; প্রাচ্যা-মধ্যা = কালসী; প্রাচ্যা = ধৌলী)।
  - ভাষার স্তর বনাম ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য (যেমন: ওআইএ > এমআইএ > এনআইএ-তে যুগ্মব্যঞ্জনের পরিবর্তন বা স্বরধ্বনির লোপ)।
- **কালানুক্রমিক সজ্জা (Chronological Ordering):** ভাষাবংশের শাখা, অপভ্রংশ থেকে নব্য আর্যভাষার উদ্ভব বা ব্যাকরণগ্রন্থগুলির সময়ানুক্রম সাজাতে দেওয়া।
- **উদাহরণ থেকে ধ্বনিপরিবর্তনের রীতি চিহ্নিতকরণ:** প্রাকৃত বা অবহট্ঠের দৃষ্টান্ত (যেমন: 'কণ্টক > কাঁটা', 'ভক্ত > ভত্ত', 'মৃগ > মগ/মিগ/মুগ') দিয়ে রূপান্তরের নাম জানতে চাওয়া।

২. কোর ফোকাস এরিয়া (Core Focus Areas):

- **অশোকের অনুশাসন ও আঞ্চলিক প্রাকৃত:** শাহবাজগঢ়ী, মানসেহরা, কালসী, ধৌলী ও গীর্নার শিলালিপির ধ্বনিতাত্ত্বিক পার্থক্য।
- **সাহিত্যিক প্রাকৃতসমূহ:** মাহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, মাগধী, অর্ধমাগধী এবং পৈশাচী প্রাকৃতের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য।
- **বৈদিক ও লৌকিক সংস্কৃতের রূপতাত্ত্বিক বৈচিত্র্য:** লঙ্-লিট্-লুঙ্-এর ব্যবহার, বৈদিক স্বরাঘাত, সমাসের পরিধি এবং ৫টি ভাব।
- **নব্য ভারতীয় আর্যের উদ্ভবকাল:** ক্ষতিপূরণ দীর্ঘীভবন (Compensatory Lengthening) এবং নাসিক্যীভবনের মাধ্যমে আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষার বিকাশ।

Copyright © 2026 BAIO LEARN TOGETHER. All Rights Reserved.

সরখেল, সরগরম, সরজমিন, সরঞ্জাম, সরবরাহ, সরাই, সরাসরি, সরোদ, সরদার, সর্দি, সাজা, সাদা, সানাই, সারেং, সাল, সিপাহী, সিয়া, সুদ, সুপারিশ, সুর্মা, সে, সেতার, সেরা, সেরেস্তা, সোপরদ্দ, হপ্তা, হরকরা, হরদম, হাঙ্গামা, হাজার, হামেশা, হিন্দ, হিন্দী, হিন্দু, হুঁশ, হুঁশিয়ার, হেস্তনেস্ত, খুন, ওলন্দাজ।

৪.৩ আরবী ও ফারসির মিশ্রণ (Arbi-Pharsi Mixed Words)

সম্পূর্ণ শব্দকোষ: মাস্টারনোটে থাকা আরবী ও ফারসি উপাদানে গঠিত মিশ্র শব্দের পূর্ণাঙ্গ তালিকা:

আদমশুমার, ওকালতনামা, কুচকাওয়াজ, কেতাদুরস্ত, কোহিনুর, খবরদার, খয়েরখাঁ, খামখেয়াল, জমাদার, জরিমানা, ত-খরচ, তাঁবেদার, না-মঞ্জর, না-রাজ, না-হক, নেক-নজর, পিলসুজ, পোদ্দার, বকলম, বরকন্দাজ, বাহাল, বেআইন, বেআক্কেল, বেআদব, বেইজ্জত, বেইমান, বে-এক্তিয়ার, বে-ওজর, বেওয়ারিশ, বেকবুলে, বেকসুর, বেকায়দা, বেকুফ, বেজায়, বেদখল, বেবাক, বেমক্কা, বেমালুম, বেমেরামত, বেহদ্দ, বেহায়া, বেহিসাবী, শামাদান, সেরেফ, সেলাখানা, হকদার, হুঁকাবরদার।

অধ্যায় ৫: ইংরেজি, তুর্কি, পর্তুগিজ ও অন্যান্য বিদেশি শব্দ

৫.১ ইংরেজি শব্দ (English Words)

ইংরেজি শব্দগুলো আধুনিক শাসন, আইন, শিক্ষা, বিজ্ঞান, খেলাধূলা ও প্রযুক্তি থেকে এসেছে।

সম্পূর্ণ শব্দকোষ: মাস্টারনোটে থাকা ইংরেজি শব্দের পূর্ণাঙ্গ তালিকা:

অক্সিজেন, আপিস, আপেল, আরদালী, এরারুট, আর্ট, আস্তাবল, এনামেল, এজেনট, ঈশা, উল, এঞ্জিন, ওলকপি, কংগ্রেস, কনসার্ট, কনস্টেবল, কফ, কফি, কমা, করগেট, কর্ক, কাপ্টেন, কার্নিস, কার্পেট, কুইনিন, কুইনটাল, কেক, ক্যাঙ্গারু, কেটলি, কেয়ার, কেরোসিন, কেস, কোকেন, কোম্পানি, কৌচ, কৌঁসিলী, ক্যামবিস, ক্যামেরা, ক্রীশ্চান, ক্লাব, ক্লাস, খাঁটি, মদ, গারদ, গার্জেন, গিনি, গেজেট, গেঞ্জি, গেট, গেলাস, চপ, চান্স, চিমনি, চেক, চেন, চেয়ার, জাঁদরেল, জুবিলি, জিরাফ, জুরি, জেটি, জেল, জেলি, জ্যাকেট, টনিক, টাইপ, টায়রা, টাইম, টিকিট, টিন, টিফিন, টেবিল, টেলিগ্রাফ, টেলিগ্রাম, টেলিফোন, টোন, ট্যাক্সি, ট্রাম, ট্রেন, ডক, ডজন, ডবল, ডাক্তার, ডিক্রি, ডিপো, ডেপুটি, ড্রাম, ড্রেন, তোরঙ্গ, থিয়েটার, নম্বর, নিব, নোটিস, পকেট, পাঁইট, পাউডার, পানসি, পার্লামেন্ট, পার্সেল, পালিশ, পাস, পিয়ন, পিল, পিয়ানো, পীচ, পুলিস, পেট্রল, পেন, পেনশন, পেনসিল, ফিট, ফিটন, ফোটোগ্রাফ, ফ্যাশন, ফ্রক, ফ্রেম, ফ্ল্যাট, বয়কট, বাক্স, বারিক, বার্লি, বিসকুট, বুরুশ, বোনাস, মাইল, মার্কিন, মেহগনি, মেস, মোটর, ম্যানেজার, রাবিশ, রিহার্সেল, রেস, লিলি, লেবেল, লেমোনেড, সনেট, সার্কাস, সার্জ, সার্জন, সার্জেনট, সিগন্যাল, সীল, সূপ, সেমিকোলন, স্লো, হাইকোর্ট, হুইল, হুক, হোমিওপ্যাথি ইত্যাদি।

৫.২ তুর্কি শব্দ (Turkish Words)

সম্পূর্ণ শব্দকোষ: মাস্টারনোটে থাকা তুর্কি শব্দের পূর্ণাঙ্গ তালিকা:

কলকা, কাঁচি, কানাত, কাবু, কুলি, কোর্মা, ক্রোক, খাঁ, চকমকি, চিক, তকমা, তোপ, দারোগা, বকশী, বাবুর্চী, বারুদ, বুঁচকি, বেগম, বোঁচকা, মুচলেকা, তোশক, চাটনি, গালিচা।

> **তুর্কি শব্দ মনে রাখার শর্টকাট গল্প:** 'বেগম' 'কোরমা' ও 'চাটনি' রান্না করছিলেন, এমন সময় 'দারোগা' 'কাঁচি', 'তোপ' ও 'বারুদ' নিয়ে 'বোঁচকা' বাঁধতে এলেন।

৫.৩ পর্তুগিজ শব্দ (Portuguese Words)

পর্তুগিজ শব্দগুলো প্রধানত গৃহস্থালি, আসবাবপত্র, ধর্ম ও খাদ্যদ্রব্য কেন্দ্রিক।

সম্পূর্ণ শব্দকোষ: মাস্টারনোটে থাকা পর্তুগিজ শব্দের সম্পূর্ণ তালিকা:

আলকাতরা, আলপিন, আনারস, আতা, আলমারি, বালতি, বোতাম, বাসনা, বোমা, কামিজ, কেরানী, চাবি, কপি, ফিতা, ফালতো, গামলা, গস্ত, গ্যারেজ, গুদাম, গির্জা, জানালা, নিলাম, মার্কা, মস্তরা, মিস্ত্রি, পাউ, পেঁপে, পাচার, পেয়ারা, পিপা, পরাত, পেরেক, রেস্ত, সাবান, সাগু, সায়া, তোয়ালে, তোলো, তিজেল, তামাক, টোকা, বারান্দা, বেহালা, বরগা, বেসালি, বিস্তি, পাউরুটি, পিস্তল, বোতল।

> **পর্তুগিজ শব্দ মনে রাখার শর্টকাট গল্প:** 'পাদ্রি' 'গির্জায়' গিয়ে 'চাবি' দিয়ে 'আলমারি' খুলে 'তোয়ালে', 'সাবান' ও 'বালতি' বের করলেন, তারপর 'বারান্দায়' বসে 'আনারস' ও 'পাউরুটি' খেলেন।

৫.৪ অন্যান্য বিদেশি ভাষার সংগৃহীত তালিকা (Syllabus & Note Combined)

ভাষাগত উৎস	মাস্টারনোটে থাকা মূল শব্দাবলি	মনে রাখার স্পেশাল ক্লু
ফরাসি (French)	কার্তুজ, কুপন, রেনেসাঁস, রেস্তরাঁ, বুর্জোয়া, প্রলেতারিয়েত, ফ্রাঁ, ডিপো, ক্যাফে, এলিট	বিপ্লব, খাবার ও বুর্জোয়া সমাজ
জার্মান (German)	নাৎসী, কিন্ডারগার্টেন, জার	শিক্ষা ও রাজনীতি
স্পেনীয় (Spanish)	কমরেড, ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া, মশকিটো, সিলো	রোগ ও রাজনৈতিক পরিভাষা
ওলন্দাজ (Dutch)	ইশকাপন, তুরুপ, রুইতন, হরতন, ইস্ক্রুপ	তাস খেলার সব তাসই ওলন্দাজ!
গ্রিক (Greek)	কেন্দ্র, দাম (দ্রাখমে), সুড়ঙ্গ, ক্যালেন্ডার, অ্যাটলাস	প্রাচীন বিজ্ঞান ও জ্যামিতি
রাশিয়ান (Russian)	ভডকা, বলশেভিক, স্পুটনিক, সোভিয়েত	রুশ বিপ্লব ও মহাকাশ
জাপানি (Japanese)	জুজুৎসু, টাইফুন, রিকশা, হারাকিরি, হাসুনোহানা	জাপানি সংস্কৃতি ও যানবাহন
চীনা (Chinese)	চা, লিচু, চিনি	খাবার ও পানীয়
মালয়ী (Malay)	কাকাতুয়া	পাখি
ইতালীয় (Italian)	কোম্পানি, গেজেট, সোনেট, মেজেন্টা, মাফিয়া, ব্যাংকিং	সাহিত্য, শিল্প ও অর্থনীতি

ভাষাগত উৎস	মাস্টারনোটে থাকা মূল শব্দাবলি	মনে রাখার স্পেশাল ক্লু
সিংহলী (Ceylonese)	বেরিবেরি	রোগের নাম
বর্মি (Burmese)	লুঙ্গি, ঘুগনি	পোশাক ও খাবার
হিন্দি (Hindi)	আলাল, ইস্তক, উতরাই, ওয়ালা, কচুরি, কাহিনী, কেয়াবাত, কোরা, খাট্টা, খানা, চাপকান, চামেলি, চালু, চাহিদা, চিকনাই, চৌকস, জাড়, ঝাড়ু, ঝান্ডা, টহল, ডেরা, তাগড়া, তাম্বু, দাঙ্গা, পানি, পায়দল, ফালতু, বাত, বানি, বীমা, বেলচা, বেলদার, রঙ্গিলা, লাগাতার, লু, লোটা, সাঁটা, সোলা	কথ্য ভারতের সাধারণ চালচলন
গুজরাটি (Gujarati)	গরবা, তকলি, হরতাল	গান, সুতা ও আন্দোলন
মারাঠি (Marathi)	চৌথ, বর্গী	ঐতিহাসিক রাজস্ব ও সেনা
তামিল (Tamil)	চুরুট	ধূমপান
তেলুগু (Telugu)	প্যানডেল	মণ্ডপ

অধ্যায় ৬: নবগঠিত ও মিশ্র / সংকর শব্দ (Hybrid Words)

সংজ্ঞা: দুটি ভিন্ন ভাষার উপাদান (শব্দ, উপসর্গ বা প্রত্যয়) একত্রিত হয়ে গঠিত শব্দকে 'মিশ্র বা সংকর শব্দ' (Hybrid Words) বলে। মাস্টারনোটে থাকা ১০টি ভিন্ন ধরনের সংকর শব্দ গঠনের সুনির্দিষ্ট সারণি:

গঠনগত সূত্র	সংমিশ্রিত ভাষার রূপ	মাস্টারনোটে থাকা সম্পূর্ণ উদাহরণ
(ক) তৎসম + বাংলা	তৎসম শব্দ + বাংলা শব্দ	পিতাঠাকুর, মাতাঠাকুরানী, নির্ভুল, নিশ্চুপ, কাজকর্ম, ভুলবশত, ফুলপুঞ্জ, মায়াকান্না, বজ্রআটুনি, শ্বেতপাথর
(খ) তৎসম + বিদেশি	তৎসম শব্দ + বিদেশি শব্দ	হেডপণ্ডিত, বসন্তবাহার, লাটভবন, নৌবহর, ভোগদখল, আইনসম্মত, ভোটদাতা, প্রেমদরিয়া, পর্দাপ্রথা, রাজসরকার, আরামপ্রিয়, সুরবাহার, কাগজপত্র, যোগসাজশ, দিনগুজরান, দরাজহস্ত, আদায়ীকৃত, খরচপত্র, সলাপরামর্শ, পুনর্বহাল, পেনশনভোগ
(গ) বিদেশি + বাংলা	বিদেশি শব্দ + বাংলা শব্দ	হাটবাজার, মাস্টারমশায়, দুধ-পাউডার, সাজসরঞ্জাম, গাড়িবারান্দা, দরাজহাত, মার্কামারা
(ঘ) বিদেশি + বিদেশি	বিদেশি শব্দ + বিদেশি শব্দ	উকিল-ব্যারিস্টার, জজসাহেব, তোয়ালে-চাদর, কারিগর-মিস্ত্রী, খোদমালিক, কাগজ-পেনসিল, দরজা-জানালা, টাইমটেবিল, লেডী-ডাক্তার, হেডমাস্টার
(ঙ) তৎসম + বাংলা প্রত্যয়	তৎসম শব্দ + বাংলা প্রত্যয়	একলা, দীপালী, ভাবুনে, আকাশ-ভরা, লক্ষ্মীমন্ত, বারমেসে, দেশী, পোষ্টাই, পুরুষালি, পুরুষালী, রোগা
(চ) তৎসম + বিদেশি প্রত্যয়	তৎসম শব্দ + বিদেশি প্রত্যয়	দাতাগিরি, শিক্ষানবিস, উপায়দার, প্রমাণসই, ধূপদানি, অশ্বিনতক, স্ফূর্তিবাজ
(ছ) বাংলা + তৎসম প্রত্যয়	বাংলা শব্দ + তৎসম প্রত্যয়	আমিত্ব, কাঁকরময়, রানীত্ব
(জ) বাংলা + বিদেশি প্রত্যয়	বাংলা শব্দ + বিদেশি প্রত্যয়	ফুলদানি, বুকসই, ঘুষখোর, ঠিকাদার, বামুনগিরি, বাতিদান
(ঝ) বিদেশি + তৎসম প্রত্যয়	বিদেশি শব্দ + তৎসম প্রত্যয়	নাবালকত্ব, এজেন্টগণ, খ্রীষ্টীয়
(ঞ) বিদেশি + বাংলা প্রত্যয়	বিদেশি শব্দ + বাংলা প্রত্যয়	শহুরে, শাগরেদি, গোলাপী, খেয়ালী, জরুরী, গোলন্দাজী, মাস্টারি, মাস্টারী
(ট) বিদেশি + বিদেশি প্রত্যয়	বিদেশি শব্দ + বিদেশি প্রত্যয়	ডাক্তারখানা, হররোজ, নকলনবিসি, সরাইখানা, সমঝদার, শামাদান, ডেপুটিগিরি

অধ্যায় ৭: সহজে চেনার ও মনে রাখার টেকনিক্যাল শর্টকাট

বাংলা শব্দভান্ডারের বিভিন্ন উৎসের শব্দ দ্রুত চেনার জন্য নিচে ৪টি জাদুকরী টেকনিক দেওয়া হলো:

৭.১ টেকনিক–১: ধ্বনি শুনে উৎস চেনা (Phonetic Triggers)

- **রুক্ষ ধ্বনি:** খ, হ, জ ধ্বনির আধিক্য থাকলে তা সাধারণত 'আরবী' শব্দ।
- **মোলায়েম সুর:** জ, র, দ, গ ধ্বনির মোলায়েম সুর থাকলে তা 'ফারসী' শব্দ।
- **ক্লাস্টার ধ্বনি:** ত্র, দ্র, স্ত্র, ম্ন, ক্ষ ইত্যাদি যুক্তব্যঞ্জন থাকলে তা 'তৎসম' শব্দ।
- **গ্রাম্য মাটির ধ্বনি:** ড, ঢ, ঝ, ট, থ ধ্বনির প্রাধান্য থাকলে তা 'দেশি' শব্দ।

৭.২ টেকনিক–২: শব্দের 'Feeling' বা ফিল্ড দেখে চেনা (Semantic Context)

- **গম্ভীর ভাব:** গম্ভীর, ভারী ও শুদ্ধ ক্লাসিক্যাল অনুভূতি = তৎসম শব্দ।
- **ঘরোয়া ভাব:** সহজ, কথ্য ও ঘরোয়া অনুভূতি = তদ্ভব শব্দ।
- **মাটির গন্ধ:** গ্রাম্য ও মাটির গন্ধযুক্ত অনুভূতি = দেশি শব্দ।
- **ইসলামিক আবহ:** ইসলামিক, ধর্মীয় বা আরব্য মরুভূমির আবহ = আরবী শব্দ।
- **নওয়াবী আবহ:** মোগল, নওয়াবী, দরবারি ও বিলাসিতার আবহ = ফারসী শব্দ।
- **আধুনিক অফিস:** আধুনিক অফিস, শিক্ষা, আদালত ও প্রযুক্তি = ইংরেজি শব্দ।

Copyright © 2026 BAIO LEARN TOGETHER. All Rights Reserved.

• **রান্নাঘর ও গির্জা:** রান্নাঘর, গৃহস্থালি ও গির্জা সংক্রান্ত = পর্তুগিজ শব্দ।

৭.৩ টেকনিক-৩: Word-Ending (শব্দান্ত) দেখে চেনা

• **তৎসম চিহ্ন:** শব্দের শেষে -ত্র, -ত্ব, -য়, -দ, -ণ থাকলে তা 'তৎসম'।
• **ফারসী প্রত্যয়:** শব্দের শেষে -খানা, -দার, -বাজ, -গর, -খোর থাকলে তা 'ফারসী'।
• **ইংরেজি ধ্বনি:** শব্দের শেষে -ট, -ড, -শন, -ল, -র থাকলে তা 'ইংরেজি'।

৭.৪ উৎসভিত্তিক কুইক রিভিশন চিটশিট (Cheat Sheet)

শব্দের উৎসভাগ	এক লাইনের মূল চেনার সূত্র	সবচেয়ে বেশি আসা ৩টি উদাহরণ
তৎসম	গম্ভীর ও অপরিবর্তিত সংস্কৃত শব্দ	সূর্য, কৃষ্ণ, মিত্র
তদ্ভব	সংস্কৃত থেকে প্রাকৃত হয়ে আসা নরম সহজ শব্দ	হাত, চাঁদ, ওঝা
অর্ধতৎসম	অশিক্ষিত উচ্চারণে বিকৃত তৎসমের 'নষ্ট ভাই'	কেষ্ট, নেমন্তন্ন, ছেরাদ্দ
দেশি	গ্রাম্য অনার্য মাটির গন্ধযুক্ত শব্দ (ড, ঢ বেশি)	ডাব, ঢেঁকি, কুলো
আরবী	আইন, আদালত ও ইসলামিক কড়াকড়ি শব্দ	আদালত, উকিল, হজরত
ফারসী	রাজদরবার, নওয়াবী ও মোলায়েম ফারসি শব্দ	বাদশাহ, চশমা, দোকান
তুর্কি	মুসলিম শাসক, যুদ্ধ ও প্রশাসনিক কড়া শব্দ	দারোগা, তোপ, বেগ
পর্তুগিজ	রান্নাঘর, আসবাব ও গির্জার জিনিসপত্র	আলমারি, চাবি, পাউরুটি
ইংরেজি	অফিস, শিক্ষা, আইন ও প্রযুক্তিভিত্তিক	স্কুল, চেয়ার, টেবিল
ওলন্দাজ	তাস খেলার সব কটি শব্দই ওলন্দাজ!	হরতন, রুইতন, তুরুপ
ফরাসি	বিপ্লব, কুপন ও রেস্তরাঁ সংক্রান্ত	কুপন, কার্তুজ, রেস্তরাঁ
স্পেনীয়	রোগ ও রাজনৈতিক বিপ্লব	কমরেড, ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া

আপডেটেড সংযোজন

১. অনূদিত ঋণ শব্দ (Translation Loans / Calque):

- বিদেশি ভাষার কোনো রূপক বা যৌগিক শব্দকে হুবহু নিজের ভাষায় অনুবাদ করে বাংলা শব্দভাণ্ডারে যুক্ত করা হলে তাকে 'অনূদিত ঋণ' বলে।
    - *Lighthouse* > **বাতিঘর**
    - *Newspaper* > **সংবাদপত্র**
    - *Superstar* > **তারকা**
    - *Cold War* > **স্নায়ুযুদ্ধ**
    - *Brainwashing* > **মগজধোলাই**
    - *Skyscapar* > **আকাশচুম্বী**

২. সংস্কৃতায়িত ভুয়া শব্দ বা ভূতুড়ে শব্দ (Ghost Words):

- সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, প্রাকৃত বা খাঁটি বাংলা শব্দকে পণ্ডিতেরা জোর করে সংস্কৃতের মতো রূপ দিতে গিয়ে যেসব ব্যাকরণঅসিদ্ধ বা ভুল রূপ তৈরি করেছেন, সেগুলোকে 'সংস্কৃতায়িত ভুয়া শব্দ' বা Ghost Word বলা হয়।
    - *অর্বাচীন* (মূল অর্থ: নবীন/আধুনিক, কিন্তু ভুল সংস্কৃতে অজ্ঞ/মূর্খ অর্থে ব্যবহৃত)
    - *প্রোথিত* (মূলত 'প্রথিত' থেকে ভূতুড়ে রূপ)
    - *প্রাঞ্জল* (সহজ-সরল অর্থে ব্যবহৃত ভূতুড়ে তৎসম রূপ)
    - *অকাট্য, নিরঞ্জন* (প্রাচীন বাংলায় ভুয়া সংস্কৃতায়ন)

৩. বিষমমূল বা সংকর জোড় শব্দ (Heterogeneous Compounds):

- দুটি ভিন্ন ভাষার শব্দ মিলে গঠিত সমাসবদ্ধ বা জোড় শব্দ:
    - **কায়দা-কৌশল:** কায়দা (আরবী) + কৌশল (তৎসম)
    - **পাউরুটি:** পাউ (পর্তুগিজ) + রুটি (হিন্দি/ফারসি)
    - **পাণ্ডুবর্ণ:** পাণ্ডু (তৎসম) + বর্ণ (তৎসম)
    - **রাজসরকার:** রাজ (তৎসম) + সরকার (ফারসি)
    - **পকেটমার:** পকেট (ইংরেজি) + মারা (বাংলা)
    - **জজসাহেব:** জজ (ইংরেজি) + সাহেব (আরবী)

৪. কম-চর্চিত বিদেশি ভাষার সুনির্দিষ্ট শব্দ তালিকা:

- **স্পেনীয়:** কমরেড, ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া, মশকিটো, সিলো।
- **ওলন্দাজ:** তুরুপ, রুইতন, হরতন, ইশকাপন, ইস্ক্রুপ।
- **ফরাসি:** কার্তুজ, কুপন, রেস্তরাঁ, রেনেসাঁস, বুর্জোয়া, প্রলেতারিয়েত, ফ্রাঁ, ডিপো, ক্যাফে, এলিট।
- **গ্রিক:** দাম (দণ্ড > দ্রাখমে), কেন্দ্র, সুড়ঙ্গ, ক্যালেন্ডার, অ্যাটলাস।
- **ইতালীয়:** সোনেট, মেজেন্টা, মাফিয়া, গেজেট, ব্যাংকিং।
- **তুর্কি:** বোঁচকা, বুঁচকি, তোপ, বারুদ, কুলি, কোরমা, ক্রোক, তোশক, বাবুর্চি, বেগ, বেগম, চকমকি, কাঁচি, চাটনি, গালিচা।

সাহিত্য
ভাবনা
সমাজ
মানবজীবন

UGC NET & WB SET

Bengali Literature

Unit - IV

নকশা ও উপন্যাস

EXPLORE
LITERATURE
DEEPEN
UNDERSTANDING
ACHIEVE TOGETHER

by
BAIO - Learn Together

Presented by **BAIO – LEARN TOGETHER**

READ | THINK | GROW | TOGETHER

Unit - IV নকশা ও উপন্যাস

হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা

কালীপ্রসন্ন সিংহ

প্রথম প্রকাশ: ১৮৬১ উৎসর্গ: মুলুকচাঁদ শর্মা (বিদ্যাসাগর) দুই খণ্ডে একত্রে প্রকাশিত: ১৮৬৪

"হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা" **কালীপ্রসন্ন সিংহের** (*ছদ্মনাম: হুতোম প্যাঁচা*) রচিত আধুনিক বাংলা সাহিত্যের গোড়ার দিকের **ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক সামাজিক নকশা** জাতীয় রচনা। এটি মূলত **উনিশ শতকের কলকাতার** *নব্য সমাজের* চরিত্র ও আচার-আচরণের **ফটোগ্রাফধর্মী নিখুঁত ছবি** তুলে ধরে। উপাখ্যানের ভাষাকে **'হুতোমী বাংলা'** বলা হয়, যা *প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালী ভাষা'* থেকে **মার্জিততর ও বিশুদ্ধতর**।

- প্রথম খন্ড – ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তখন পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ১৬। ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় ৭৬ পাতার প্রথম খন্ড প্রকাশিত হয়। ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড একত্রে প্রকাশিত হয়।

[নকশা হলো হাস্যরস পরিপূর্ণ ব্যঙ্গাত্মক রচনা যার মাধ্যমে সামাজিক অনাচার, ব্যাক্তিবিশেষের প্রতি বিদ্রূপ করা হতো এবং সামাজিক দোষ দূর করতে শিক্ষাদান করা হতো। নকশা প্রধানত আকৃতিতে হয় নাতিদীর্ঘ, ভাষা হয় লঘু এবং ইঙ্গিতপূর্ণ।]

- হুতোম প্যাঁচার নকশা- কালীপ্রসন্ন সিংহ রচিত আধুনিক বাংলা সাহিত্যের গোড়ার দিকে রচিত একটি গদ্য উপাখ্যান,যা তিনি 'হুতোম প্যাঁচা' ছদ্মনামে লিখেছেন।এটি মূলত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক সামাজিক নকশা জাতীয় রচনা।
- ১৮৬১ সালে "চড়ক" শিরোনামে একটি নকশা রূপে এটি প্রকাশিত হয়।
- ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে (১৭৮৪ শকাব্দে) কলকাতার রামপ্রেস থেকে 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' প্রথমভাগ প্রচারিত হয়।
- কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মৌখিক ভাষার প্রথম সুষ্ঠু প্রয়োগ এর প্রধান বৈশিষ্ট্য। বাংলা গদ্যে এরকম নিরঙ্কুশ কথ্য বুলির যথার্থ প্রয়োগ ইতোপূর্বে আর দেখা যায়নি।
- লেখক 'হুতোম' ছদ্মনামে লিখতেন বলে এর ভাষা 'হুতোমী বাংলা' বলে পরিচিত। এ ভাষা প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালী ভাষা' থেকে মার্জিততর ও বিশুদ্ধতর; এতে কথ্য ও সাধু ক্রিয়াপদের মিশ্রণ নেই।
- "হুতোম প্যাঁচার নকশা" প্রকাশের পর অনেকেই কালীপ্রসন্ন সিংহের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় 'আপনার মুখ আপুনি দেখ' শিরোনামের বই প্রকাশ করে এক চোট প্রতিশোধ নিয়েছিলেন।
- প্যারীচাঁদ মিত্রের পুত্র চুনীলাল মিত্রও কালীপ্রসন্ন সিংহের ওপর ক্রোধান্বিত ছিলেন। এবার সুযোগ পেয়ে তিনি প্রকাশ করলেন "কলিকাতার নুকোচুরি" নামের একটি পুস্তিকা যাতে কালীপ্রসন্ন সিংহকে চূড়ান্ত করা হয়েছিল। চুনীলাল মিত্র লিখেছিলেন, 'হুতোম নিজে বজ্জাত হয়ে অন্যের খুঁত ধরছেন'।
- বাস্তবতার পাশাপাশি এতে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট যেমন নীল বিদ্রোহ, সিপাই বিদ্রোহ বা ওয়াজিদ আলী শাহ্-এর আগমন বিষয়কে আরও সরস করে তুলেছে।

প্রকাশনা ও অন্যান্য তথ্য

তথ্য ক্ষেত্র	বিবরণ
লেখক	**কালীপ্রসন্ন সিংহ** (জন্ম: ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে)।
ছদ্মনাম	**'হুতোম প্যাঁচা'**।
প্রথম প্রকাশ (নকশা)	**১৮৬১ সালে "চড়ক"** শিরোনামে।
প্রথম ভাগ প্রকাশ (গ্রন্থাকারে)	**১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে** (১৭৮৪ শকাব্দে)। প্রকাশক: কলকাতার **রামপ্রেস**।
দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশ (গ্রন্থাকারে)	**১৮৬৩ সনে** প্রকাশিত হয়েছিল বলে মনে করা হয়।
সম্পূর্ণ গ্রন্থাকারে প্রকাশ	**১৮৬৪ সনে** (প্রথম সংস্করণের দুই ভাগ একত্রে)।
ভাষা	**হুতোমী বাংলা**। *কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মৌখিক ভাষার প্রথম সুষ্ঠু প্রয়োগ*।
পটভূমি	**কলকাতার হঠাৎ ফেঁপে ওঠা ঐশ্বর্য-ভারাক্রান্ত নব্য সমাজ**। *ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট* যেমন: **নীল বিদ্রোহ, সিপাই বিদ্রোহ** ও **ওয়াজিদ আলী শাহ্-এর আগমন**।
সমসাময়িক প্রতিক্রিয়া	*ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়* লিখেছিলেন **'আপনার মুখ আপুনি দেখ'**। *চুনীলাল মিত্র* লিখেছিলেন **"কলিকাতার নুকোচুরি"**।
সমাজের শ্রেণিবিভাগ	১. **সাহেবি ওল্ড** (ইংরাজি শিক্ষিত সাহেবি চালচলনের অন্ধ অনুকরণকারী), ২. **ইংরাজি শিক্ষিত নব্যপন্থী** (যারা অনুকরণকারী নয়) এবং ৩. **ইংরাজি না-জানা গোঁড়া হিন্দু**।

BAIO Learn Together

উপহার/বিজ্ঞাপন (প্রথম খণ্ড)	ভূমিকা-স্বরূপ মুদ্রিত অংশ: *"হুতোম প্যাঁচা এখন মধ্যে মধ্যে ঐ রূপ নক্শা প্রস্তুত করবেন। এতে কি উপকার দর্শিবে, তা আপনারা এখন টের পাবেন না; কিন্তু কিছু দিন পরে বুজতে পারবেন। হুতোমের কি অভিপ্রায় ছিল।"*।

উপন্যাসের সারাংশ ও কাঠামো

"হুতোম প্যাঁচার নকশা" **দুইটি প্রধান ভাগে** বিভক্ত। প্রতিটি ভাগই *ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নকশা* বা *সামাজিক চিত্র* দ্বারা গঠিত, যেখানে **উনবিংশ শতাব্দীর কলকাতার সামাজিক অনাচার, ভণ্ডামি, ধর্মীয় গোঁড়ামি, এবং নব্য ধনীদের ঔদ্ধত্য** স্যাটায়ারের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে।

প্রথম ভাগ প্রধানত **কলকাতার বিভিন্ন পার্বণ** (চড়ক, বারোইয়ারি পুজো) এবং *নানাবিধ হুজুক* (প্রতাপচাঁদ, ছেলেধরা, মরা-ফেরা, সাতপেয়ে গরু) নিয়ে রচিত। এখানে **নব্য বাবুদের** *জুয়াচুরি, মদ্যপান ও নৈতিক স্খলন* যেমন চিত্রিত হয়েছে, তেমনি **জাস্টিস ওয়েলস**-এর *'বাঙ্গালীরা মিথ্যাবাদী ও বর্বরের জাতি'* মন্তব্যের বিরুদ্ধে **বাঙালীদের একতাবদ্ধ প্রতিবাদের** মতো ঘটনাও স্থান পেয়েছে।

দ্বিতীয় ভাগ মূলত **কলকাতার কয়েকটি বড় পরব** (রথ, দুর্গোৎসব, রামলীলা) এবং *পরিবর্তিত সমাজব্যবস্থার* বর্ণনা। বিশেষত **দুর্গোৎসবের জাঁকজমক** এবং *রেলওয়ে যাত্রার* মতো নতুন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে **নব্য বাবুদের অপদার্থতা** ও **বৈষ্ণব গুরুদের ভণ্ডামি** তীক্ষ্ণভাবে সমালোচিত হয়েছে।

উপন্যাসটি **ফোটোগ্রাফধর্মী** এবং *কলকাতার সমাজের নিখুঁত রূপ* তুলে ধরাই এর মুখ্য উদ্দেশ্য।

উপন্যাসের পরিচ্ছেদ অনুসারে সংক্ষিপ্তসার

নকশার শিরোনাম	সংক্ষিপ্তসার (১-২ লাইন)	উল্লেখযোগ্য ঘটনা
	প্রথম ভাগ	
কলকাতার চড়ক পার্ব্বণ	চড়ক উৎসবকে কেন্দ্র করে *সন্ন্যাসীদের ভণ্ডামি* ও *বাবু সমাজের বিলাস* চিত্রণ।	কথকের **বাবুর প্রপিতামহ** *নিমকের দেওয়ান* ছিলেন, **বিশ লক্ষ টাকা** রেখে যান। **চড়ক পার্ব্বণ** ছিল **শুক্রবারে**। কাঁটাঝাঁপ, মাথাচালা ও **ঝুল সন্ন্যাস** দেখানো হয়।
কলকাতার বারোইয়ারি পূজা	বারোইয়ারি পুজোকে কেন্দ্র করে *অর্থের অপব্যবহার* ও *বাবু-সমাজের আমোদ*।	**বীরকৃষ্ণ দাঁ, কানাই দত্ত, প্যালানাথবাবু** পুজোর উদ্যোক্তা। **শান্তিপুরওয়ালারা** *৫ লক্ষ টাকা* খরচ করে **৬০ হাত উঁচু প্রতিমা** বানিয়েছিল।
হুজুক	কলকাতার মানুষের *নিত্য-নতুন সৃষ্টিছাড়া ও আজগুবি হুজুক*।	হুজুক বন্ধ করতে **'সামাজিক নিয়ম ও বাঙ্গালীর গার্হস্থ্যপ্রণালীর রিফরমেশন'** দরকার।
ছেলেধরা	*কাবুলি মেওয়াওয়ালারা* ঘুরে ঘুরে *ছেলে ধরে কাবুলে* নিয়ে যাওয়ার **ভয়াবহ বিশ্বাস**।	ঘি টগবগিয়ে ফুটলে ছেলেদের মুখ দিয়ে **রক্ত বেরুত** (যা নবাবেরা খেত)।
প্রতাপচাঁদ	*বর্ধমানের রাজা প্রতাপচাঁদ* মারা গিয়ে ফিরে এসেছেন—এই **ভুয়ো প্রতাপচাঁদের** গল্প।	**সুপ্রিমকোর্টের রায়ে** নকল প্রতাপচাঁদ ধরা পড়ে; পরে তিনি **বরানগরে** *বুজরুক* হন।
মহাপুরুষ	*ভূকৈলেসের রাজাদের বাড়িতে* **সত্যযুগের মহাপুরুষের** আগমন।	*ডাক্তার* **নাকের গোড়ায় আরক** নিয়ে *মহাপুরুষের ধ্যান ভাঙিয়ে* দেন।
লালা রাজাদের বাড়ি দাঙ্গা	*পাইকপাড়ার লালাবাবুদের* বাড়িতে *ফিরিঙ্গি শিকারীর* গুলি চালানোর ঘটনা।	**ব্যক্তিগত খবর** নিয়ে সংবাদপত্র সরগরম হতো।
কৃশ্চানি হুজুক	*রণজিৎসিংহের পুত্র দলিপের* ইসুমন্ত্রে দীক্ষা নেওয়ার গুজবে *শহরে কৃশ্চান হওয়ার হুজুক*।	**প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর** কৃশ্চান হন।
মিউটীনি	**সিপাহী বিদ্রোহের** (মিউটীনি) প্রভাব ও *বাঙ্গালীদের ওপর ক্ষোভ*।	*বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আইন পাশ* হওয়াতেই সেপাইরা ক্ষেপেছে বলে গুজব রটে। **গোপাল মল্লিকের বাড়িতে সভা** হয়।
মরা-ফেরা	*১৫ কার্তিক রবিবার* **দশ বছরের মধ্যের মরা মানুষরা ফিরে আসবে**—এই **প্রলয় হুজুক**।	মরা ফেরার হুজুকে *ছোট ছোট বিধবাদের* **বিদ্যাসাগরের প্রতি ভক্তি** কমে যায়।
নানা সাহেব	*মরা ফেরা হুজুক থামলে* **নানা সাহেব** *দশ বারো বার* মরে গেলেন এবং ধরা পড়লেন বলে রটনা।	**ইংলিশম্যান ও হরকারা** নামে দুটি নীল কাগজের উৎপত্তির কথা.
সাতপেয়ে গরু	*সাতপেয়ে গরুকে* বাজারে ঘর ভাড়া দিয়ে **দর্শনী দু পয়সা** রেটে রোজগার।	কিছুদিনের মধ্যে **দশ টাকা রোজগার** করে গরু দেশে চলে যায়.
দরিয়াই ঘোড়া	*দরিয়ার ঘোড়াও* **সাতপেয়ে গরুর মত রোজগার** করতে লাগলো।	*বৰ্দ্ধমানের চিড়িয়াখানা* বাংলাদেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।
লক্ষ্ণৌয়ের বাদশা	*কয়েদ থেকে খালাস হয়ে* **লক্ষ্ণৌয়ের বাদশা মুচিখোলায়** আসায় সহর গুলজার।	বাদশার *তেজ* কমে গেলে **খেলতে ছেড়ে দেওয়া হয়**।

Copyright © 2026 BAIO LEARN TOGETHER. All Rights Reserved.

	বাঙ্গালীরা মিথ্যাবাদী ও বর্বরের জাতি!	**জষ্টিস্ ওয়েলস্**
	আমরা হলে মুড়োমুড়ি নারকেলমুড়ি ও ঠন্ঠনের নিমকীতে দোরস্ত কত্তেম!	**টেক্‌চাঁদের টেপী পিসি**
	বাঙালীর স্বভাবই এই, পরের জিনিস পাতে পড়লে শিগ্‌গির হাত বন্ধ হয় না; (পেট সেটি বোঝে না, বড় দুঃখের বিষয়!)	কথক (বারোইয়ারি পুজোর রাত্রে মদ খাওয়া প্রসঙ্গে)
	যদি ভাল করে চ'কে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া না হয়, তা হলে সাধারণে এর মর্ম্ম বহন কত্তে পাত্তেন না...।	কথক (নকশা রচনার উদ্দেশ্য)
	বিলাত থেকে এলো গোরা / মাথায় পর কুরতি পরা / পদভরে কাঁপে ধরা, হাইল্যাণ্ডনিবাসী তারা।	**সিপাহী বিদ্রোহের সময় বাজারে ওঠা গান**

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও সংখ্যা

তথ্য ক্ষেত্র	বিবরণ
অর্থ ও সম্পত্তি	কথকের বাবুর **প্রপিতামহ** *৫ বছর* নিমকের দেওয়ানি করে **বিশ লক্ষ টাকা** রেখে যান। **রমাপ্রসাদ রায়** মার সপিণ্ডীকরণে **১ লক্ষ টাকা** বরাদ্দ করেন। **পদ্মলোচন বাবুর ছেলের বিয়েতে** খরচ **৫ লক্ষ টাকা** বরাদ্দ।
আইন ও বিচার	**জাস্টিস ওয়েলস্-এর** বিরুদ্ধে **১০ লক্ষ লোকে সই** করে দরখাস্ত করে। **শিবকৃষ্ট বাঁড়ুয্যে** *১৪ বছরের জন্য জিঞ্জির* যান। *আমমোক্তার কানাইধন দত্ত* **১৪ বছরের জন্য ট্রান্সপোর্ট** হন।
পুজোর মাপ ও সময়	**শান্তিপুরওয়ালারা** *৫ লক্ষ টাকা* খরচ করে **৬০ হাত উঁচু প্রতিমা** বানিয়েছিল। **বীরকৃষ্ণ দাঁর** বারোইয়ারির *মূল নৈবেদ্যির* ওজন **দেড় মণ**। **বারোইয়ারিতে** বলি হয়েছিল: **৩ টে বড় মোষ**, **১০০ ভেড়া** ও **৩০০ পাঁঠা**।
শিক্ষক/ছাত্র/সংখ্যা	*প্রেমানন্দ বাবাজীর* শরীরে **দশমুনী তেলের কুপোর** মতো মেদ। *প্যালানাথ বাবু* **১২১৯ সালে সারবরন সাহেবের নিকট ৩ মাস** ইংরাজি শিখেছিলেন।
গান ও কাব্য	**নবীন** স্নানযাত্রায় গান গায়: *'সখের বেদিনী বলে কে ডাকলে আমারে'*। **বাউলের সুর**– 'আজব সহর কলকাতা / বাড়ী বাড়ী জুড়ীগাড়ী মিছে কথার কি কেতা'। **কবির গান** (বারোইয়ারি): *'বড় বারে বারে এসো ঘরে মকদ্দমা ক'রে ফাঁক!'*।
গুরুপ্রসাদী	*মেদিনীপুরে* **গুরু-প্রসাদি প্রথা** প্রচলিত ছিল, যেখানে নতুন বিয়ে হলে **গুরুসেবা না করে স্বামীসেবা করা যেত না**।

বিস্তারিত ঘটনাপ্রবাহ (ক্রমানুসারে)

কলকাতায় চড়ক পার্ব্বণ

- **'কহই টুনোয়া- সহর শিখাওয়ে কোতোয়ালি' - টুনোয়ার টপ্পা, এই অধ্যায়ের সূচনা।**
- **'হে শারদে! কোন দোষে দুষি দাসী ও চরণতলে, / কোন্ অপরাধে ছলিলে দাসীরে দিয়ে এ সন্তান?' - সূচনার কবিতা।**
- অধ্যায়ের সূচনা তে **১২০২ সালের** কথা বলা হয়েছে। চারিদিকে **চড়ক পার্ব্বণকে** কেন্দ্র করে সকলে আনন্দে মাতোয়ারা।

কথকের 'বাবুদের বাড়ী গাজন!'

- **কোম্পানীর বাংলা দখলের** কিছু পরে, **নন্দকুমারের ফাঁসী** হবার কিছু পূর্ব্বে আমাদের **বাবুর প্রপিতামহ নিমকের দেওয়ান** ছিলেন।
- তখন **নিমকের দেওয়ানীতে বিলক্ষণ দশ টাকা উপায়** ছিল। কাজেই বাবুর প্রপিতামহ **৫ বছর কাজ করে বিশ লক্ষ টাকা** রেখে যান, সেখান থেকেই **বাবুরা বনেদি**।
- চড়কের আনন্দে সকলে **'ভদ্দেশ্বরে শিব মহাদেব'** বলে চিৎকার করছে।
- কথকের **বাবুর চার পুরুষের বুড়ো সন্ন্যাসী** পার্ব্বণ করবেন।
- **বিদ্যাসাগরের বর্ণ পরিচয়** পড়ার প্রসঙ্গ আছে।
- চড়ক পার্ব্বণ হচ্ছিল – **শুক্রবারে**।
- পরের দিন **নীলের রাত্তি, শনিবার**। **শনিবারের রাত্তিরে সহর বড় গুল্‌জার** থাকে।
- **'এঁরা বর্ণচোরা আঁব, এঁদের চেনা ভার, না পারেন, হেন কর্ম্মই নাই।' – দালালদের সম্পর্কে, কথক।**
- আজকাল সহরে **ইংরাজি কেতাব বাবুরা দুটি দল** হয়েছেন – প্রথম দল **উঁচুকেতা সাহেবের গোবর গস্ত**, দ্বিতীয় **'ফিরিঙ্গীর জঘন্য প্রতিরূপ'**; প্রথম দলের সকলে ইংরাজি কেতা, সবকিছুই **হুবহু ইংরেজদের মত** করেন। দ্বিতীয় দল **বাগাম্বর মিত্র প্রভৃতি সাপ হতেও ভয়ানক, বাঘের চেয়ে হিংস্র**, বলতে গেলে একরকম ভয়ানক জানোয়ার। **'পরের মাথায় কাঁটাল ভেঙ্গে আপনার গোঁফে তেল দেওয়াই এঁদের পলিসী।**
- **'কলকাতা সহর রত্নাকর বিশেষ, না মেলে এমন জানোয়ার নাই;' – কথক।**
- **চিৎপুরের রাস্তায় গাজন** বেরিয়েছে। সেদিন **রবিবার**।
- **'পাঠক! চড়কের যথাকিঞ্চিৎ নক্সার সঙ্গে কলিকাতার বর্ত্তমান সমাজের ইন্সাইড জান্‌লে, ক্রমে আমাদের সঙ্গে যত পরিচিত হবে ততই তোমার বহুজ্ঞতার বৃদ্ধি হবে, তাতেই প্রথমে কোট করা হয়েছে 'সহর শিখাওয়ে কোতোয়ালি''** – এই পরিচ্ছেদের শেষে **পাঠকের উদ্দেশ্যে কথকের নিবেদন**।

কলিকাতার বারোইয়ারি পূজা

BAIO - LEARN TOGETHER

STUDY | PRACTICE | ACHIEVE

বাংলা সাহিত্য
বাংলা ভাবনা
বিশ্বের আলোচনায়

UGC NET & WB SET

BENGALI

MASTERBOOK

(PART - 1)

অন্তর্ভুক্ত ইউনিটসমূহ

- **I** বাংলা ভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ (ভাষাতত্ত্ব)
- **IV** নকশা ও উপন্যাস
- **VI** নাটক ও প্রহসন
- **X** ভারতীয় ও পাশ্চাত্য কাব্যতত্ত্ব

কী-ফিচার্স

- স্মার্ট টেবিল ও পয়েন্টভিত্তিক নোটস
- লজিক্যাল মেমোরি ট্রিকস & শর্টকাট
- PYQ Insight & ট্রেন্ড অ্যানালিসিস
- Mistake Analysis (ভুল এড়ানোর গাইড)
- ইউনিট ডেটা চার্ট (একনজরে তথ্য)
- কুইক রিভিশন সামারি

পড়ার সাথী
চলুন একসাথে

BAIO PUBLICATION

৩	**দণ্ডী**	৭ম-৮ম শতক	**কাব্যাদর্শ**	গুণ ও অলঙ্কারবাদী। ১০টি গুণের কথা বলেন।
৪	**বামন**	৮ম শতক (শেষ)	**কাব্যালঙ্কার সূত্রবৃত্তি**	রীতিবাদের প্রবক্তা। সূত্র: 'রীতিরাত্মা কাব্যস্য'।
৫	**উদ্ভট**	৮ম-৯ম শতক	**কাব্যালঙ্কার সারসংগ্রহ**	অলঙ্কারবাদী। অর্থশ্লেষ ও শব্দশ্লেষের পার্থক্য দেখান।
৬	**রুদ্রট**	৯ম শতক (পূর্ব)	**কাব্যালঙ্কার**	অলঙ্কারবাদী। 'কাকুবক্রোক্তি' অলঙ্কারের প্রবক্তা।
৭	**আনন্দবর্ধন**	৯ম শতক (শেষ)	**ধ্বন্যালোক**	ধ্বনিবাদের প্রতিষ্ঠাতা। সূত্র: 'কাব্যস্যাত্মা ধ্বনিঃ'।
৮	**অভিনবগুপ্ত**	১০ম-১১শ শতক	**লোচন (টীকা), অভিনবভারতী**	ধ্বনিবাদের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাকার ও রসবাদের দার্শনিক ভিত্তি (অভিব্যক্তিবাদ)।
৯	**কুন্তক**	১০ম-১১শ শতক	**বক্রোক্তিজীবিত**	বক্রোক্তিবাদের প্রবক্তা। সূত্র: 'বক্রোক্তিঃ কাব্যজীবিতম্'।
১০	**মহিমভট্ট**	১১শ শতক	**ব্যক্তিবিবেক**	ধ্বনিবিরোধী এবং অনুমিতিবাদী।
১১	**ক্ষেমেন্দ্র**	১১শ শতক	**ঔচিত্যবিচারচর্চা**	ঔচিত্যবাদের প্রবক্তা।
১২	**মম্মট ভট্ট**	১১শ-১২শ শতক	**কাব্যপ্রকাশ**	সমন্বয়বাদী আচার্য। তাঁর সংজ্ঞা: 'তদোষৌ শব্দার্থৌ...'।
১৩	**হেমচন্দ্র**	১২শ শতক	**কাব্যানুশাসন**	জৈন আলঙ্কারিক।
১৪	**বিশ্বনাথ কবিরাজ**	১৪শ শতক	**সাহিত্যদর্পণ**	রসবাদী। সংজ্ঞা: 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্'। ১০ম রস (বাৎসল্য) স্বীকার করেন।
১৫	**রূপ গোস্বামী**	১৬শ শতক	**উজ্জ্বলনীলমণি**	বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের প্রবক্তা। ভক্তিরস বা মধুর রস নিয়ে আলোচনা।
১৬	**কবি কর্ণপুর**	১৬শ শতক	**অলঙ্কারকৌস্তভ**	বৈষ্ণব আলঙ্কারিক।
১৭	**জগন্নাথ**	১৭শ শতক	**রসগঙ্গাধর**	শেষ প্রখ্যাত আলঙ্কারিক। সংজ্ঞা: 'রমণীয়ার্থপ্রতিপাদকঃ শব্দঃ কাব্যম্'।

❀ এছাড়া আরো কিছু আলঙ্কারিক এবং তাদের গ্রন্থের নাম তুলে ধরা হলো –

আলঙ্কারিক	আবির্ভাব	গ্রন্থ
রাজ শেখর	৯ম-১০ম শতক।	কাব্য মীমাংসা,বিদ্ধশালভঞ্জিকা, বাল রামায়ণ, বাল মহাভারত, অপূর্ব মঞ্জুরী।
মুকুল	১০ম শতক।	অভিধা মাতৃকা
ইন্দুরাজ	১০ম শতক।	কাব্যালংকার সংগ্রহের বৃত্তি
ভট্টনায়ক	১০ম শতক।	হৃদয় দর্পণ
ধনিক	১০ম শতক।	দশরূপক এর 'অবলোক' বৃত্ত
রামচন্দ্র গুণচন্দ্র	১২শ শতক।	নাটকদর্পণ
বাগভট্ট	১২শ শতক।	বাগভট্টালঙ্কার
জয়দেব	১৩শ শতক।	চন্দ্রালোক, প্রসন্ন রাঘব
ভানু দত্ত	১৪শ শতক।	রসতরঙ্গিনী, রসমঞ্জরি
সিংহ ভূপাল	১৪শ শতক।	রসার্ণবসুধাকর
কবি কর্ণপুর পরমানন্দ সেন	১৬শ শতক।	অলংকার কৌস্তব, চৈতন্য চন্দ্রোদয়
শ্রীরূপ গোস্বামী	১৬শ শতক।	ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বলনীলমণি
বলদেব বিদ্যাভূষণ	১৬শ শতক।	কাব্য কৌস্তব, সাহিত্য মীমাংসা
মানিক্য চন্দ্র		কাব্যপ্রকাশ সংকেত
ভট্টলোল্লট		রস বিবরণ
ভট্টশঙ্কুক		ভুবনাভ্যুদয়
হেমচন্দ্র		কাব্যানুশাসন

দর্শন ও আলঙ্কারিক মতবাদ (Philosophical Affiliations)

রসসূত্রের ব্যাখ্যাকারগণ বা আলঙ্কারিকরা কে কোন ভারতীয় দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ:

আলঙ্কারিক/ব্যাখ্যাকার	**দার্শনিক মতবাদ (School of Philosophy)**	**রস-নিষ্পত্তি মতবাদ**
ভট্টলোল্লট	**পূর্ব-মীমাংসা দর্শন** (Mimamsa)	**উৎপত্তিবাদ** (Utpattivada)
ভট্টশঙ্কুক	**ন্যায় দর্শন** (Nyaya)	**অনুমিতিবাদ** (Anumitivada)
ভট্টনায়ক	**সাংখ্য দর্শন** (Sankhya)	**ভুক্তিবাদ** (Bhuktivada)
অভিনবগুপ্ত	**শৈব অদ্বৈতবাদ বা বেদান্ত দর্শন**	**অভিব্যক্তিবাদ** (Abhivyaktivada)

পরিভাষা: 'শম' বা শান্ত রসের স্থায়ীভাবের নামকরণ

বিভিন্ন আলঙ্কারিক শান্ত রসের স্থায়ীভাব 'শম'-কে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করেছেন:

- **মম্মট ভট্ট: নির্বেদ** (Nirveda)
- **রুদ্রট: সম্যক জ্ঞান** (Samyak Jnana)
- **আনন্দবর্ধন: তৃষ্ণাক্ষয়সুখ** (Trishnakshaya-sukha)
- **অভিনবগুপ্ত: আত্মজ্ঞান** বা তত্ত্বজ্ঞান (Atmajnana)

- অমঙ্গল বিনাশ (শিবেতরক্ষতয়ে)
- তাৎক্ষণিক পরম আনন্দ লাভ (সদ্যঃ পরনির্বৃতয়ে — এটিই মুখ্য ফল)
- কান্তাসম্মিত উপদেশ (কান্তাসম্মিততয়োপদেশযুজে)

৫. কাব্যহেতু ও প্রতিভার বিভাগ:

- রাজশেখর (কাব্যমীমাংসা): প্রতিভাকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন— ১. কারয়িত্রী প্রতিভা (যা কবির কাব্য রচনায় সাহায্য করে) ২. ভাবয়িত্রী প্রতিভা (যা ভাবক বা সহৃদয় পাঠকের আস্বাদনে সাহায্য করে)
- রুদ্রট: প্রতিভাকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন— ১. সহজা (জন্মজাত) ২. উৎপাদ্যা (শিক্ষা ও অনুশীলনের দ্বারা লব্ধ)

PYQ INSIGHT

UGC NET এবং WB SET পরীক্ষায় 'ভারতীয় কাব্যতত্ত্বের প্রাথমিক ধারণা' অংশটি থেকে যে প্রশ্নগুলো নিয়মিত আসছে, তার একটি গভীর ট্রেন্ড এনালাইসিস নিচে দেওয়া হলো:

১. কারিকা ও কাব্যসংজ্ঞা মেলানো (Definition & Citation Matching): পরীক্ষায় সংস্কৃত কারিকা তুলে দিয়ে প্রবক্তার নাম জানতে চাওয়া হয় (যেমন: 'শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যম্' কার উক্তি, কিংবা 'রমণীয়ার্থপ্রতিপাদকঃ শব্দঃ কাব্যম্' কার মত)। ভামহ, দণ্ডী, বামন, আনন্দবর্ধন, বিশ্বনাথ এবং জগন্নাথের সংজ্ঞাগুলো সরাসরি মুখস্থ রাখা প্রয়োজন।

২. গ্রন্থ ও গ্রন্থকার মেলানো (List I vs List II): এখন কেবল ভামহ বা আনন্দবর্ধনের মতো পরিচিত নাম আসছে না। প্রশ্নকর্তারা দ্বিতীয় সারির আলংকারিকদের গ্রন্থ যুক্ত করছেন (যেমন: হেমচন্দ্রের 'কাব্যানুশাসন', মহিমভট্টের 'ব্যক্তিবিবেক', ভট্টতোতের 'কাব্যকৌতুক', কিংবা কবি কর্ণপূরের 'অলঙ্কারকৌস্তুভ')। স্তম্ভ মেলানোর প্রশ্নের জন্য এই গ্রন্থপঞ্জি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৩. শুদ্ধ-অশুদ্ধ এবং বিবৃতি-যুক্তি (Assertion-Reasoning): কাব্যগুণ (কার কয়টি গুণ), অলঙ্কার ও গুণের পার্থক্য (বামন কীভাবে গুণকে নিত্য এবং অলঙ্কারকে অনিত্য বলেছেন), এবং কাব্যহেতুর উপাদান (প্রতিভা, ব্যুৎপত্তি, অভ্যাস) থেকে বহুপদী শুদ্ধ/অশুদ্ধ প্রশ্ন তৈরি করা হচ্ছে।

৪. ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ (Chronology): ভরতমুনি থেকে শুরু করে পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ পর্যন্ত আলংকারিকদের সঠিক কালানুক্রম (খ্রিষ্টপূর্ব ২য় শতক থেকে খ্রিষ্টীয় ১৭শ শতক) থেকে সরাসরি ক্রমানুসারে সাজানোর প্রশ্ন আসছে।

প্রস্তুতির মূল কৌশল: এই টপিক থেকে পূর্ণ নম্বর পেতে হলে ৬টি প্রধান প্রস্থানের মূল প্রবক্তা, তাঁদের সময়কাল, তাঁদের রচিত গ্রন্থ এবং কাব্যসংজ্ঞার কারিকাগুলোর ওপর সমান দক্ষতা থাকতে হবে।

অলংকারবাদ

ধ্বনিবাদ প্রতিষ্ঠার পূর্বে সংস্কৃত আলংকারিকগন যে কয়টি বিষয় গুরুত্বসহকারে আলোচনা করেছিলেন অলংকারবাদ সেগুলির মধ্যে অন্যতম। কাব্যতত্ত্বের আলোচনায় অলংকারবাদ তাই গুরুত্বপূর্ণ।

অলংকার: যা অলংকৃত করে তাই অলংকার। মানবদেহের অলংকার হতে পারে আবার কাব্য দেহের অলংকার হতে পারে। অর্থাৎ মানুষ নিজেকে যেমন সাজাতে পছন্দ করে কাব্যও তেমনি নিজেকে সাজিয়ে তোলে এই অলংকার দিয়ে। মানুষের অলংকার যেমন সোনার গহনা হতে পারে অথবা ফুলের অলংকার হতে পারে তেমনি কাব্য দেহ নিজেকে সাজায় বিভিন্ন রকমের – উপমা, রূপক, বক্রোক্তি ইত্যাদি অলংকার প্রয়োগ করে। মানবদেহের অলংকার এবং কাব্য দেহের অলংকার বিষয়টি নিচে একটি ছকের সাহায্যে বোঝা যেতে পারে –

অলংকার	
মানবদেহ	কাব্যদেহ
• গহনা, আংটি, চুরি, হার এছাড়া ফুলের অলংকার ইত্যাদি মূল উদ্দেশ্য ➢ মানুষকে সজ্জিত করা। ➢ মানুষ তার স্বাভাবিক সৌন্দর্যে তৃপ্ত নয় তাই অলংকারের ছোঁয়ায় সৌন্দর্যের মধ্যে পারফেকশন আনতে চায়।	অতুলচন্দ্র গুপ্ত অলংকারবাদের সংজ্ঞা ব্যাখ্যা করে লিখেছেন বাক্যের শব্দ আর অর্থকে আটপৌরে না রেখে সাজ-সজ্জায় সাজিয়ে দিলেই বাক্য কাব্য হয়ে ওঠে এই সাজসজ্জার নাম অলংকার। ➢ শব্দকে সাজাতে হয় শব্দালঙ্কার দিয়ে – অনুপ্রাস, বক্রোক্তি ইত্যাদি। ➢ অর্থকে সাজাতে হয় অর্থালঙ্কার দিয়ে - উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা ইত্যাদি। মূল উদ্দেশ্য ➢ কবিও অলংকারের মোড়কে কাব্যকে সুন্দর করে তৃপ্ত হতে চান। ➢ কাব্য যে মানুষের কাছে উপাদেয় সে এই অলংকার এর জন্য।
দুজনেরই উদ্দেশ্য সৌন্দর্য প্রদান করা	

আভিধানিক অর্থ: কাব্যের শব্দার্থরূপ যে শরীর তাকে সুন্দর করে তোলা অলংকারের একটি বড় কাজ। অলংকার শব্দটির নানা অর্থ আছে। প্রচলিত অর্থে অলংকার অঙ্গ-প্রসাধক ভূষণকেই বোঝায়। **সংস্কৃতে 'অলম্'** শব্দটির এক অর্থ হল ভূষণ। যার দ্বারা ভূষণ করা হয় বা ভূষিত করা হয় তাই অলংকার। **কুণ্ডল, কণ্ঠহার, কেশবিন্যাস, অলকা-তিলকা** এ সমস্তই হল অলংকার। এগুলির দ্বারা দেহের স্বাভাবিক সৌন্দর্য আরো বৃদ্ধি পায়। কাব্যালংকারও ঠিক তাই। শব্দার্থময় যে কাব্যশরীর তাকে অলংকারে সুন্দর করে তোলা যায়। এগুলি তাই একহিসেবে কাব্যের প্রসাধন সামগ্রী।

- **আচার্য দণ্ডী অলংকারের সংজ্ঞার্থ** দিতে গিয়ে বলেছেন, **কাব্যবাক্যের শোভাকর ধর্মই হল অলংকার।** (কাব্যশোভাকরা ধর্মানলংকারান প্রচক্ষতে। কাব্যদর্শ, ২/১)

এ পর্যন্ত যা বলা হল, তাতে অলংকারকে কাব্যদেহের সৌন্দর্যবর্ধনকারী ভূষণই আমরা মনে করতে পারি।

ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব-বিচারের ক্ষেত্রে একদা অলংকারবাদ যথেষ্ট গুরুত্ব লাভ করেছিল। প্রথমত, ধ্বনিবাদ ও রসবাদ প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে অলংকার-তত্ত্ব ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে, পরেও সে-আলোচনা বন্ধ হয় নি। ধ্বনিকার এবং আনন্দবর্ধনের পূর্ববর্তী আলংকারিকেরা তো তাঁরা রসবাদ সম্বন্ধে কাব্যের আলোচনায় অলংকারের কথা বিশেষভাবেই বলেছেন অবহিত থাকলেও নাট্যের আলোচনায় তার উপযোগিতা আছে বলে মনে করতেন। কিন্তু কাব্য-বিচারে অলংকারের গুরুত্বকে তাঁরা কেউ-ই অস্বীকার করেন নি। আচার্য ভরত তাঁর 'নাট্যশাস্ত্র' গ্রন্থের সপ্তদশ অধ্যায়ে নাট্যের অন্তর্গত বাক্যের গুণ দোষ ও অলংকার নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং সেগুলিকে 'কাব্যলক্ষণ' বলেছেন। তিনি কাব্যালঙ্কারগুলির মধ্যে উপমা, রূপক, দীপক ও যমক-এর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এছাড়া অষ্টম শতকেরও পূর্ববর্তী আলংকারিক ভামহ ও তৎপরবর্তী দণ্ডী, বামন, উদ্ভট, রুদ্রট প্রভৃতি বহু আলংকারিক অলংকার সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। আচার্য বামনের 'সৌন্দর্যম্ অলংকারঃ'– এই সূত্রটির 'কামধেনু' নামক ব্যাখ্যায় গোপেন্দ্র ত্রিপুরহর ভূপাল বলেছেন, 'যোহয়মলঙ্কারঃ কাব্যগ্রহণহেতুত্বেন উপন্যস্যতে তদ্‌ব্যুৎপাদকত্বাৎ কাব্যশাস্ত্র-মপি অলঙ্কারনাম্না ব্যপদিশ্যতে ইতি শাস্ত্র অলঙ্কারত্বেন প্রসিদ্ধি প্রতিষ্ঠিতাঃ'। অর্থাৎ এই যে সৌন্দর্যবোধক অলংকার – যা কাব্যকে গ্রাহ্য বা উপাদেয় করে তোলে, এরই স্বরূপ নির্ণয় আর বৈচিত্র্য-ব্যাখ্যান কাব্যশাস্ত্রে করা হয় বলে কাব্যশাস্ত্রও অলংকারশাস্ত্র নামে পরিচিত। সহজ কথায় সর্বাঙ্গীন সৌন্দর্যের তত্ত্বকথার আলোচনা থাকে বলেই কাব্যজিজ্ঞাসাশাস্ত্র অলঙ্কারশাস্ত্র নামে খ্যাত হয়েছে।-

- খ্রীষ্টীয় দশম শতকের আলংকারিক **রাজশেখর** তাঁর 'কাব্যমীমাংসা' গ্রন্থে অলংকারশাস্ত্রকে বলেছেন **'সপ্তম বেদাঙ্গ'।** এ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি না জন্মালে বেদার্থেরও সম্যক্ জ্ঞান হয় না।
- দ্বাদশ শতকের আলংকারিক **মম্মট 'কাব্যপ্রকাশ'** গ্রন্থে বলেছেন যে শুধুমাত্র **অলংকারের দ্বারাও ক্ষেত্রবিশেষে কাব্যের কাব্যত্ব দেখা দিতে পারে।** অলংকারকে অনেকেই কাব্যের সর্বস্ব এই ধারণা বলে মনে করেছিলেন। কাব্য-বিচার যেন অলংকার-বিচার ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রাচীন কাব্য-বিচার গ্রন্থকে অলংকার শাস্ত্র বলতে সহায়ক হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, অলংকার- বিচার বলতে তাঁরা শুধুই অনুপ্রাস, যমক প্রভৃতি শব্দালংকার এবং উপমা রূপকাদি অর্থালং কারের পরিচয়দানই মনে করেন নি।
- নবম শতকের আলংকারিক বামন অলংকারকে 'সৌন্দর্য'- রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন: **'সৌন্দর্যম্ অলংকারঃ'।১°** (কাব্যলঙ্কার, ১|১|২) কাব্যের যে কোনো প্রকার সৌন্দর্যকেই তিনি মনে করেছিলেন অলংকার অলংকৃতি মাত্রই অলংকার। তিনি আরো বলেছেন, **'কাব্যং গ্রাহ্যম্ অলংকারাৎ'**। (কাব্যলঙ্কার, ১|১|১) অর্থাৎ কাব্য সকলের নিকট গ্রাহ্য বা উপাদেয়, কারণ তাতে আছে অলংকার। আবার তিনি বলেছেন সৌন্দর্যই অলংকার। সুতরাং তাঁর দুটি বক্তব্য থেকে আমরা পাচ্ছি যে সৌন্দর্য যা নাকি অলংকার, তা আছে বলেই কাব্যের গ্রাহ্যত্ব—তার যথার্থ মর্যাদা। 'অলংকারশাস্ত্রের অর্থ সৌন্দর্যশাস্ত্র বা কাব্যসৌন্দর্যবিজ্ঞান – ইংরেজিতে Poetics.

আচার্য দণ্ডীও বলেছেন যে অলংকারের **সংখ্যা অসংখ্য**, তা সব সময় সৎ কবিদের দ্বারা সৃষ্ট হয়ে চলেছে – সম্পূর্ণরূপে তা গণনা করা যায় না। আনন্দবর্ধনও অলংকারকে বলেছেন **'অনন্ত'।** ধ্বনি ও রস কাব্যশাস্ত্রের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও **ভামহ, দণ্ডী ও উদ্ভট প্রমুখ** আলংকারিক **রসকে অলংকারের অন্তর্গত** বলে সিদ্ধান্ত করেছিলেন আর **বামন** তাকে **গুণের অন্তর্গত** করেছিলেন। রসধ্বনিকেও পর্যায়োক্ত অলংকারের এবং গুণীভূত ব্যঙ্গ্যকে সমাসোক্তি অলংকারের অন্তর্গত কেউ কেউ করেছিলেন।

ঋকবেদে একবারমাত্র 'অরংকৃতি' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। - যার অর্থ 'যথেষ্টতা' বা 'যথেষ্ট' হওয়ার ভাব। পরবর্তী কালে সংস্কৃতে 'অলংকৃতি' শব্দটির প্রয়োগের মধ্যেও সেই অর্থ রক্ষিত হয়েছে।

পরিভাষা ও সংজ্ঞা (Terminology & Definitions)

পরীক্ষার জন্য নিচের পরিভাষাগুলোর স্বচ্ছ ধারণা থাকা প্রয়োজন:

- **অলঙ্কার (Alankara):** বুৎপত্তিগত অর্থে—'অলম' (ভূষণ) + কৃ + ঘঞ্। অর্থাৎ যা ভূষিত করে বা সাজায়। ব্যাপক অর্থে, কাব্যের যে কোনো সৌন্দর্যবর্ধক উপাদানই অলঙ্কার। বামনের মতে—**'সৌন্দর্যম্ অলঙ্কারঃ'** (সৌন্দর্যই অলঙ্কার)।
- **কাব্যলক্ষণ (Characteristics of Poetry):** ভরতমুনি নাট্যশাস্ত্রে ৩৬টি 'কাব্যলক্ষণ'-এর কথা বলেছিলেন। অলঙ্কারবাদীরা পরবর্তীতে এই লক্ষণগুলোকেই অলঙ্কারের অন্তর্ভুক্ত করে নেন।
- **বক্রোক্তি (Vakrokti - in context of Alankarvada):** ভামহ ও দণ্ডীর মতে, সমস্ত অলঙ্কারের মূলেই থাকে 'বক্রোক্তি' বা বাঁকা কথা। স্বভাবোক্তি (স্বাভাবিক বর্ণনা) ছাড়া সব অলঙ্কারেই একটু বাড়িয়ে বলা বা বাঁকিয়ে বলার ভঙ্গি থাকে। ভামহ বলেছেন—**'সৈষা সর্বৈব বক্রোক্তিঃ'** (সব অলঙ্কারের মূলে এই বক্রোক্তিই আছে)।
- **অতিশয়োক্তি (Hyperbole):** ভামহের মতে, লোকসীমাকে অতিক্রম করে কোনো কিছু বর্ণনা করাই অতিশয়োক্তি। যেহেতু সব অলঙ্কারেই লোকসীমা অতিক্রান্ত হয়, তাই সব অলঙ্কারই এক অর্থে অতিশয়োক্তি বা বক্রোক্তি।
- **বাচ্যালঙ্কার (Literal Ornament):** ধ্বনিবাদীদের মতে, যে অলঙ্কার কেবল শব্দের বাচ্যার্থকেই সাজায় কিন্তু কোনো ব্যঞ্জনা বা গভীর অর্থ তৈরি করে না, তা হলো বাচ্যালঙ্কার বা অধম কাব্য (চিত্রকাব্য)।

গুরুত্বপূর্ণ সংস্কৃত শ্লোক ও উদ্ধৃতি (Important Shlokas & Quotes)

এই অংশটি 'Match the following' এবং 'Identification' প্রশ্নের জন্য অত্যন্ত জরুরি।

প্রবক্তা	শ্লোক/উদ্ধৃতি	তাৎপর্য
ভামহ	*"শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যম্"*	শব্দ ও অর্থের মিলনই (সাহিত্য) হলো কাব্য।
ভামহ	*"ন কান্তমপি নির্ভূষং বিভাতি বনিতাননম্"*	অলঙ্কার ছাড়া সুন্দরীর মুখও শোভা পায় না (কাব্যের ক্ষেত্রেও তাই)।
ভামহ	*"সৈষা সর্বৈব বক্রোক্তিঃ অনয়ার্থো বিভাব্যতে"*	সমস্ত অলঙ্কারের মূলেই বক্রোক্তি বিদ্যমান, এরই দ্বারা অর্থ বিভাবিত হয়।
দণ্ডী	*"কাব্যশোভাকরান ধর্মান্ অলঙ্কারান্ প্রচক্ষতে"*	কাব্যের শোভা সম্পাদনকারী ধর্মসমূহকেই অলঙ্কার বলা হয়।

Copyright © 2026 BAIO LEARN TOGETHER. All Rights Reserved.

আচার্য ভরত	খ্রীঃ পূঃ ২০০ খ্রীঃ ২০০ 'নাট্যশাস্ত্র'	➢ তিনি তাঁর গ্রন্থে নাট্য (কাব্য) এর **বিভিন্ন লক্ষণের কথা সপ্তম অধ্যায়ে** বলেছেন। এই লক্ষণ হল কাব্য বা নাট্যের বৈশিষ্ট্য যার দ্বারা তা নাট্যত্ব বা কাব্যত্ব লাভ করে। তাঁর এ সম্বন্ধে আলোচনা থেকে মনে হয় তিনি কাব্যের **অলংকারের চেয়ে লক্ষণগুলিকে বেশি গুরুত্ব** দিয়েছেন। ➢ তাঁর মতে অলংকারগুলি কাব্যদেহের বাইরের জিনিস, কিন্তু লক্ষণগুলি অন্তরের। কাব্যের এ হল অন্তরের সৌন্দর্যবর্ধনকারী উপাদান - যদিও তা কাব্যের শরীরকে অবলম্বন করে থাকে। অলংকারও কাব্যের শোভা বাড়িয়ে দেয়, কিন্তু তা লক্ষণের মতো স্বতন্ত্র ও **'অপৃথক্‌সিদ্ধ' নয়।** অর্থাৎ অলংকারের মতো তাকে কাব্যশরীর থেকে পৃথক করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে এ-দুয়ের পার্থক্যের কথাই ভরত বলেছেন। ➢ তাঁর গ্রন্থে তাঁর সময়ে প্রচলিত **চারটি কাব্য-অলংকারের** কথা বলেছেন। এগুলি হল উপমা, রূপক, দীপক (দীপ্তকারী) এবং যমক। এর মধ্যে **উপমাকে আবার তিনি চারটি উপবিভাগে** ভাগ করেছেন। উপমেয়কে যে উপমানের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে তার দিকে লক্ষ্য রেখেই এই বিভাগ। আর এক দিক থেকে তিনি **উপমাকে পাঁচটি ভাগও** করেছেন - প্রসন্নোপমা, নিন্দোপমা, কল্পিতোপমা, সদৃশী-উপমা ও কিঞ্চিৎ-সদৃশী উপমা। ➢ আচার্য ভরত শব্দালংকার ও অর্থালংকারের বিষয়ে কিছু বলেন নি। ভরতের আলোচনা থেকে কাব্যের অলংকারকে কাব্যের শোভাবর্ধনকারী বাইরের উপাদান বলেই জানা যায়। আচার্য ভরত নাট্য সংলাপের আলোচনায় অলংকারের প্রসঙ্গ এনেছেন এবং 'অলংকার'কে অন্যতম 'কাব্যলক্ষণ' বলেছেন। কিন্তু তিনি তাকে কাব্যাত্মা বলেন নি।
ভামহ	খ্রি: ৬ষ্ঠ শতক গ্রন্থ - 'কাব্যালঙ্কার'- ৬ টি পরিচ্ছেদ, ৪০০ টি শোক আছে। অলংকারকে ভামহ কাব্যের প্রাণরূপে প্রতিষ্ঠা করেছেন। অলংকারবাদী	▪ সুন্দরীর মুখচ্ছবি যত কমনীয় হোক না কেন ভূষণহীন হলে তা কখনোই শোভা পায় না ▪ রসকে তিনি অলংকারের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ➢ তিনি কাব্যের সংজ্ঞার্থ দিতে গিয়ে বলেছেন **'শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যম্'।** অর্থাৎ শব্দ ও অর্থের মিলনেই কাব্য। গ্রন্থে কাব্যের নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা থাকলেও অলংকারের আলোচনাই সব থেকে বেশি। ➢ তিনি অনেকগুলি **শব্দালংকার ও অর্থালংকারের আলোচনা করেছেন**। উপমা, রূপক, দীপক, আক্ষেপ, অর্থান্তর ন্যাস, ব্যতিরেক, বিভাবনা, সমাসোক্তি, অতিশয়োক্তি, প্রেয়ঃ, রসবৎ পর্যায়োক্ত, উদাত্ত, শ্লেষ, অপহ্নুতি, বিশেষোক্তি, তুল্যযোগিতা, অপ্রস্তুত প্রশংসা, ব্যক্তিস্তুতি, সন্দেহ প্রভৃতি বহু অর্থালংকারের বিবরণ তিনি দিয়েছেন। ➢ **হেতু, সূক্ষ্ম, লেশ এবং স্বভাবোক্তিকে** তিনি অলংকারের মধ্যে **স্থান দেন নি।** ➢ তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য হল **বক্রোক্তিই সমস্ত অলংকারের মূলে** বিদ্যমান। এই বক্রোক্তিকে বাদ দিলে কাব্যের কাব্যত্ব আর থাকে না। ➢ 'বক্রোক্তি' শব্দের **ব্যাখ্যা তিনি দেন নি।** তবে তাঁর আলোচনার ধরন থেকে মনে করা চলে যে তিনি বক্রোক্তিকে বলার বা প্রকাশের একটি ভঙ্গী মনে করেছিলেন। বিভিন্ন অলংকারে এই বক্রোক্তি বিভিন্ন বৈচিত্র্য লাভ করে। তিনি নিজেই বলেছেন— 'সৈষা সৰ্ব্বের বক্রোক্তিরনয়ার্থো বিভাব্যতে। গতোঽস্তমকো ভাতীন্দুর্যান্তি বাসায় পক্ষিণঃ।। ইত্যেবমাদিকং কাব্যং বার্তামেনাং প্রচক্ষতে।' ➢ অর্থাৎ সূর্য অস্ত গেছে, চাঁদ উঠেছে, পাখীরা উড়ছে - এমন বাক্যে কাব্যত্ব নেই; কারণ এগুলিতে বলা বা প্রকাশ ভঙ্গীর কোনো বৈচিত্র্য নেই। বাক্যের ভঙ্গীতে যে অর্থ প্রকাশ তাই হল কবিত্বের হেতু। ➢ ভামহ মনে করেন যে **সমস্ত অলংকারই বক্রোক্তিরই নানা প্রকারমাত্র।** বলা বা প্রকাশের সমস্ত ভঙ্গীর মধ্যে বক্রোক্তিই শ্রেষ্ঠ। এ-এমন একটি প্রকাশভঙ্গী যা চমৎকারী। ➢ ভামহ আরো জানিয়েছেন প্রতিভা না থাকলে কাব্যরচনা অসম্ভব। সকাব্য লিখলে সেই কাব্যখানি কবির মৃত্যুর পরেও উজ্জ্বল থাকে। **কবিত্বশক্তি যার নেই সেও অপরাধী, কিন্তু অকবি হওয়াটা মরণের সমান।** এই প্রসঙ্গেই তিনি বলেছেন, স্ত্রীলোকের মুখ যেমন অলংকার না হলে শোভা পায় না, কাব্যও তেমনি বিনা অলংকারে সুন্দর হয়ে ওঠে না। ➢ **অতিশয়োক্তি** সম্পর্কেও ভামহের মন্তব্য মূল্যবান। তিনি নানা অলংকারের সংজ্ঞা এমনকি অতিশয়োক্তি অলংকারেরও সংজ্ঞা দিয়ে বলেছেন 'সৈষা সর্বৈব বক্রোক্তিঃ'। তিনি বলেছেন, সমস্ত অলংকারের মধ্যেই বক্রোক্তির ভাব আছে – এ থেকে ধারণা হয় যে **অতিশয়োক্তির সঙ্গে বক্রোক্তিরও মিল আছে।** ○ **আচার্য কুন্তকও** বক্রোক্তির মধ্যে কিছু না কিছু 'অতিশয়' মিলবে একথা বলেন। ○ **আচার্য দণ্ডী**ও সব অলংকারই যে অতিশয়োক্তির ওপর নির্ভরশীল একথা বলেছেন। ○ কাব্যের গঠন-সুষমা বর্ধনের জন্য সব অলংকারের মধ্যে 'অতিশয়'কে যুক্ত করা সম্ভব - একথা বলেছেন **আচার্য আনন্দবর্ধন।** তিনি ভামহের বক্রোক্তি ও অতিশয়োক্তি ভাবনার কথা মনে রেখে বলেছেন যে কাব্যে যেখানে কবিকল্পনার সাহায্যে অতিশয়োক্তি অলংকারের জন্ম হয়েছে সেখানে এ-অলংকারের মনোহরণ শক্তি অসাধারণ। অন্য অলংকারগুলির এ শক্তি নেই। সব অলংকারের গঠনে অতিশয়োক্তি সহায়ক হতে পারে। ○ তাই আচার্য **অভিনব গুপ্তও** বলেন এ হল 'সর্বালঙ্কার সামান্যরূপম্। ○ **ভামহ** অতিশয়োক্তিকে বলেছেন, 'নিমিত্তো বচো যত্ন লোকাতিক্রান্ত-গোচরম্'।

Copyright © 2026 BAIO LEARN TOGETHER. All Rights Reserved.